মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মুল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৬ টি	০৩ টি	০৩ টি	০০ টি	০৩ টি	০৩ টি	২০%-৪৫০%	০৬ টি	৩৭.৮১%-২১৯.০৯%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৬ টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন	প্রকল্পের ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থানের বিপরীতে এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ কম হয়েছে।
Formulation of National Action Plan (NAP) for implementation of National Women Development Policy 2011 (২য় সংশোধিত)	National Action Plan প্রস্তুতের জন্য ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।
শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) (৩য় সংশোধিত)	শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী, পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি , প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স (সংশোধিত)	নির্মাণ খাতে রেট সিডিউল পরিদর্শন, জনবলের বেতন-ভাতাদি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, স্টেশনারী মনিটরিং এবং বিবিধ খাতে ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি হয়েছে।
নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ (২য় সংশোধিত)	জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, চট্টগ্রামে পরিবর্তিত ভূমির প্রস্তাব, চট্টগ্রাম ও খুলনায় স্থাপত্য নকশা পরিবর্তন, ২০১১ সালের রেইট অনুযায়ী জমির বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ, পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল অনুযায়ী নির্মাণ অংগের ব্যয়সহ সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৩.১ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	৩.১ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩.২ <u>ডিজাইনগত সমস্যা:</u> "জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ জেলায় পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, ভবন দুটির সিঁড়ির পাশে কোন ধরনের দেয়াল (ইট বা কাঁচের) না থাকায় বৃষ্টির সময় সিঁড়ি দিয়ে বৃষ্টির পানি সহজেই ভবনে প্রবেশ করে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা বিষয়টিকে ডিজাইনগত সমস্যা বলে মনে করেন। পরিদর্শনের সময় বিষয়টি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এছাড়া ভবনটির বাউন্ডারি ওয়াল নীঁচু হওয়ায় দুষ্ট প্রকৃতির লোক সহজেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, যা ভবনটির নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।	৩.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের সিঁড়ির পাশে কোন ধরনের দেয়াল না থাকায় এর থেকে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া ভবনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে;
৩.৩ <u>প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ সম্পর্কিত:</u> "জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরী এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু এজন্য কোন সফটওয়্যার তৈরির সংস্থান ডিপিপি'তে ছিলনা। তবে প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শন করা হয় তখন জানা যায় যে, প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা জেলা অফিসে সংরক্ষিত আছে। এর পূর্বে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যখন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর ও নীলফামারী জেলা পরিদর্শন করা হয়। তখন ফরিদপুর ও নীলফামারী জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা সংরক্ষণ করা হলেও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা সংরক্ষণ না করার বিষয়টি আইএমইডি'র প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল। কাজেই প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ ও তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি;	৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ কেন্দ্রিয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৩.৪ <u>ভবন হস্তান্তর সম্পন্ন না হওয়া:</u> "নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন'২০১৪ এ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন দুটি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ০৪/০৭/২০১৪ তারিখ হতে ব্যবহার করা শুরু হলেও পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত ভবনটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। তবে পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, শীঘ্রই ভবন দুটির হস্তান্তর সম্পন্ন করা হবে।	৩.৪ অতি শীঘ্রই ভবন দুটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ড্রইং, ডিজাইন অনুসারে ভবন দুটির হস্তান্তর গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

"জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স (সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, নড়াইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় মহিলা সংস্থা

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১২৩৪.২৩ ১২৩৪.২৩ (-)	১৭২৫.১৪ ১৭২৫.১৪ (-)	১৭০০.৮৫ ১৭০০.৮৫ (-)	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	৪৬৬.৬২ (৩৭.৮১%)	৬ মাস (২০%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):</u>

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৮.০৮	১	১৪.৫১	১
২।	কর্মচারীদের বেতন	জন	১.০০	২	০.০০	২
৩।	উৎসব ভাতা	জন	২.০০	৩	১.৯৬	৩
৪।	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক
৫।	ভ্রমণ ভাতা/দৈনিক ভাতা	থোক	৩.৪০	থোক	৩.৪০	থোক
৬।	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১.০০	২	০.৪৭	২
৭।	পানি ও বিদ্যুৎ বিল	থোক	৫.০৫	থোক	৩.৯৮	থোক
৮।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	২.৪০	থোক	১.৮৩	থোক
৯।	স্টেশনারী	থোক	১.২০	থোক	১.২০	থোক

১০।	সভার সম্মানী	থোক	২.৪০	থোক	১.৪৬	থোক
১১।	যানবাহন ভাড়া	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৬	থোক
১২।	মনিটরিং	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক
১৩।	সার্ভিস চার্জ (এলজিইডি)	থোক	৩২.১৮	থোক	৩১.৯১	থোক
১৪।	বিবিধ	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
১৫।	মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৭.৯৭	থোক	১৪.৮৮	থোক
১৬।	আসবাবপত্র	থোক	৭.৭০	থোক	৭.৭০	থোক
১৭।	পূর্ত কাজ	সংখ্যা	১৬০৮.৭৬	৫	১৫৯৫.৫৯	৫
১৮।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি ২%	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক
	মোটঃ	**-**	**১৭২৫.১৪**		**১৭০০.৮৫**	**-**

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ **পটভূমি:**

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকেই নারীর সমঅধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে এবং এই সমঅধিকারের বিষয়টি আমাদের সংবিধানেও সংরক্ষিত আছে। জাতিসংঘ ১৯৭৬-১৯৮৫ দশককে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং এই দশকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী উন্নয়ন। জাতিসংঘের এই ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং নারী উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে এটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। নারী উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সালের বেইজিং ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারীর অগ্রাধিকারের জন্য জাতীয় পলিসি ঘোষণা করে, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীকে মানব সম্পদে রূপান্তর, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। সরকারের এই নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় মহিলা সংস্থা নারীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৮টি উপজেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যালয় বিদ্যমান থাকলেও এসব কার্যালয়ে পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে নারীদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের ৩০টি জেলায় সংস্থাটির নিজস্ব জমি থাকলেও নারীদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

দীর্ঘমেয়াদী: নারীদেরকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস, নারী-পুরুষ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

স্বল্পমেয়াদী:

১) ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি অফিস ভবন নির্মাণ;

২) মহিলাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার নিমিত্ত ভৌত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুবিধাদিসহ আয় বর্ধক কেন্দ্র তৈরি; এবং

৩) নারীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য কর্মসূচির জন্য অডিটরিয়াম নির্মাণ করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:

প্রকল্পটির ডিপিপি প্রস্তাবের উপর গত ১৩/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮/০২/২০১২ তারিখে ১২৩৪.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৮.১ প্রকল্প সংশোধন: প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে নির্মাণ খাতের ব্যয় বিভাজন, এলজিইডির রেইট সিডিউল ২০০৯ অনুসারে করা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এলজিইডি 'র রেট সিডিউল ২০১১ অনুসারে নির্মাণ খাতে (৫টি জেলা কমপ্লেক্স ভবন) ব্যয় প্রাক্কলন মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় ৫৭০.৭৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া গোপালগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে RCC Cast in situ pile ফাউন্ডেশনের কারণে Architectural Design পরিবর্তন করা এবং প্রত্যেক জেলা কমপ্লেক্স ভবনে এয়ার কন্ডিশন ও জেনারেটর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া জনবলের বেতন -ভাতাদি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, স্টেশনারী মনিটরিং এবং বিবিধ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্র কল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি 'র উপর ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে ও ২৫/০৯/২০১৩ তারিখে দুটি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ১৭২৫.১৪ লক্ষ টাকায় জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক উপ-সচিব	১৮/০৪/২০১২	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে - পূর্ত কাজ অংগের আওতায় ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি জেলা অফিস ভবন নির্মাণ। এ অংগে অনুমোদিত আরডিপিপি 'তে ১৬০৮.৭৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল (যা প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৩.২৫%) এবং এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫৯৫.৫৯ লক্ষ টাকা (যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৩.৮১%)।

১১। প্রকল্পটির মূল্যায়ন পদ্ধ তি: যেহেতু প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে ৫টি অফিস ভবন নির্মাণ। কাজেই প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে:

মূল্যায়নের মাপকাঠি	বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(ক) নির্মাণ পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভবনের ব্যবহার।	• মৌলভীবাজার জেলা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য।

(খ) নির্মিত ভবনের গুণগতমান।	• ভবনের অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন; • প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ২৪/০৩/২০১৩ ও ১৫-১৬/৪/২০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর , গোপালগঞ্জ ও নড়াইল জেলায় চলমান কাজ সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন; • দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা।
(গ) প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ।	• অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা; • প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ২৮/১২/২০১৪ তারিখে মৌলভীবাজার জেলা এবং ১০/০৪/২০১৫ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় জাতীয় মহিলা সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত জেলা কর্মকর্তাসহ এলজিইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন, পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১২.১ কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা : প্রকল্পের আওতায় একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক , একজন হিসাবরক্ষক ও একজন পিওন নিয়োগের সংস্থান ছিল। তবে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে উপ -সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করলেও হিসাবরক্ষক ও পিওন নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ বাবদ ২১.০৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৬.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে জাতীয় মহিলা সংস্থার একজন হিসাবরক্ষক ও একজন এমএলএসএস প্রকল্পের কাজে সহায়তা করেছেন।

১২.২ সার্ভিস চার্জ (এলজিইডি): স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর সহায়তায় জা তীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণের ড্রইং , ডিজাইন, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন, প্রকল্পের নির্মাণ কাজ তদারকি ইত্যাদি বাবদ অনুমোদিত আরডিপিপি সংস্থানকৃত ৩২.১৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩১.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থ এলজিইডি'কে প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১২.৩ মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি : প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য ২টি কম্পিউটার সেট , ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার মেশিন, স্ট্যান্ড ফ্যান, পানির ফিল্টার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার সেট, ৫টি ফ্যাক্স মেশিন , ৫টি ফটোকপিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি 'তে এ খাতে সংস্থানকৃত ১৭.৯৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১২.৪ আসবাবপত্র: অনুমোদিত আরডিপিপি 'তে আসবাবপত্র খাতে ৭.৭০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য সরকারি সংস্থা বনশিল্প কর্পোরেশন হতে চেয়ার , টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাকি ৬.০০ লক্ষ টাকা ৫টি জেলা অফিসের প্রতিটিতে ১.২০ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় এ অর্থ ব্যয় করেছে। মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে , তারা প্রাপ্ত ১.২০ লক্ষ টাকা দিয়ে ২টি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল , ৯টি হাতওয়ালা চেয়ার , ৭টি চেয়ার, ২টি স্টীলের ফাইল কেবিনেট, ২টি সাইড সেলফ ও ২টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয় করেছে।

১২.৫ পূর্ত কাজ: এ অংগের আওতায় ৫টি জেলায় ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে , যা সংশ্লিষ্ট জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কার্যালয় হিসেবে এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুমোদিত আ রডিপিপি'তে পূর্ত কাজে ১৬০৮.৭৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৫৯৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩। <u>জাতীয় মহিলা সংস্থা, মৌলভীবাজার জেলা শাখা:</u>

প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জন্য ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি শহরের শা হ মোস্তফা রোডে অবস্থিত। পরিদর্শনের সময় মৌলভীবাজার জেলার এলজিইডি কার্যালয় হতে ভবন নির্মাণের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ড্রইং , ডিজাইন অনুসারে ভবনটির নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

জাতীয় মহিলা সংস্থা, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় ভবন

১৩.১ <u>দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য:</u> প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জন্য ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ তলা অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ৩৬৯.৪১ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ২৭/০৬/২০১২ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত ও দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৪/০৭/২০১২ এবং উক্ত দিনেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৩টি দরপত্র জমা পড়ে। ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৬/০৮/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সুপারিশসহ কার্যবিবরণী প্রেরণ করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ১৬/০৯/২০১২ তারিখে দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদার জেড. কে. জেভি প্রতিষ্ঠানকে ১৮/০৯/২০১২ তারিখে নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ৪৫১.০৭ লক্ষ টাকায় ১৪/১০/২০১২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ১৮/০৯/২০১২ তারিখে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২১/১০/২০১২ তারিখে কাজ শুরু করা হয় এবং কাজ সমাপ্ত করা হয় ৩০/০৫/২০১৪ তারিখে। মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় ভবন নির্মাণের জন্য ৩৬৯.৪১ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হলেও পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪৫১.০৭ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়। ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৪৩১.২৬ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোলার প্যানেল, এসি ও জেনারেটর ক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দেয়ায় ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্যের চেয়ে পরিশোধিত বিল কম হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়

১৩.২ <u>সরেজমিন পরিদর্শনে ভবন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য</u> : ভবনটি ‘U’ Shape-এর, যার দুইপাশে ভবনের কক্ষগুলো এবং মাঝখানে সিঁড়ি অবস্থিত। ভবন টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর এবং অনুমোদিত ড্রইং , ডিজাইন অনুসারে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ভবনটির প্রতি তলার প্রতিটি কক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় নির্মাণ পরবর্তী সময়ে ভবনটির কোন ত্রুটি (দেয়ালে ফাটল, প্লাস্টার খসে পড়া , রং নষ্ট হয়ে যাওয়া , নিম্নমানের ফিনিসিং হওয়া , নিম্নমানের টাইলস বা বাথরুম ফিটিংস ব্যবহার করা ইত্যাদি) পরিলক্ষিত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১/১২/২০১২ তারিখে ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ১৫/০৭/২০১৪ তারিখে ভ বনটি উদ্বোধন করেন। ভবনটির ৩য় তলার একপাশে ৪টি কক্ষ রয়েছে , যার মধ্যে ২টি কক্ষ এখন ফাঁকা (পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে), ১টি কক্ষ অফিস ও ১টি কক্ষ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরপাশে ৩টি কক্ষের মধ্যে ২টি কক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং অন্য কক্ষটি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২য় তলার এক পাশের ১টি কক্ষ জেলা চেয়ারম্যানের অফিস ও অন্য ১টি কক্ষ দর্জি বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অন্য পাশের ৩টি কক্ষ জেলা কর্মকর্তা, জেলা সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষকদের দাপ্তরিক কাজের জন্য নির্ধারিত। নীচ তলার দুই পাশের দুটি বড় কক্ষ রয়েছে। এক পাশের কক্ষটি আইভি রহমান অডিটরিয়াম এবং অন্য পাশের কক্ষটি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে। জাতীয় মহিলা সংস্থার মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ে প্রবেশ পথটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় এবং প্রবেশ পথের দুই পাশে ব্যক্তি মালিকানাধী ন দোকান থাকায় মূল রাস্তা থেকে ভবনটি সহজেই দৃশ্যমান হয় না। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে , ভবনটির সিঁড়ির পাশে কোন প্রকারের দেয়াল (ইট বা কাঁচের) না থাকায় বৃষ্টি হলে সিঁড়ি দিয়ে পানি ভবনে প্রবেশ করে, যা ভবনটির ডিজাইনগত ত্রুটির নিদর্শন বহন করে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের অডিটরিয়াম

জাতীয় মহিলা সংস্থা মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল

১৪। <u>জাতীয় মহিলা সংস্থা, গোপালগঞ্জ জেলা শাখা:</u>

প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে ২৬ শতাংশ জমিতে ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ তলা অফিস ভবন (৩৮৮৪ বর্গফুট) নির্মাণের জন্য ৩৫২.০৪ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৩/০৬/২০১২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ৩৩৯.৮৩ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ০৫/১২/২০১২ তারিখে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজ শুরু করা হয় ১২/১২/২০১২ তারিখে এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০/০৪/২০১৪ নির্ধারিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত করা হয় ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে। চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৩৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা। নীচতলায় ১টি হলরুম এবং ২টি ট্রেনিং রুম রাখা হয়েছে। ২য় তলায় প্রধানত: অফিস রুম এবং ৩য় তলায় কয়েকটি ট্রে নিং রুম রাখা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে ভবনটির ডিজাইন, নির্মাণ কাজ দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। ভবনটির প্রতিতলায় ভেতরে চারিদিকে এবং সিঁড়িতে স্টেনলেস স্টিলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এর কারণে বৃষ্টি হলে ভবনটির সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে পানি চলে আসে মর্মে উপস্থিত সংস্থার প্রতিনিধি জানান। সিঁড়ি র ছাদে প্লাস্টিক টিনসেড দেয়া থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটি হস্তান্তর না করা হলেও জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবনটি প্রায় ১ বছর পূর্ব হতে ব্যবহার করছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা, গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয় ভবন

১৫। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পটির পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলা, ১৫/০৪/২০১৩ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা এবং ১৬/০৪/২০১৩ তারিখে নড়াইল জেলা পরিদর্শন করা হয়। বর্ণিত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনটি জেলায় নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের সময় ভবন নির্মাণ অনুমোদিত ড্রইং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্নের বিষয়টি উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের ?????ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) নারীদেরকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস, নারী-পুরুষ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;	৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অফি স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনগুলো নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হবে যা তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। এছাড়া নির্মিত ভবনগুলোর অডিটরিয়ামে বিভিন্ন সভা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে বা নারী-পুরুষ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক;
খ) ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি অফিস ভবন নির্মাণ;	৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার ৩ তলা বিশিষ্ট ৫টি অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;
গ) মহিলাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার নিমিত্ত ভৌত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুবিধাদিসহ আয় বর্ধক কেন্দ্র তৈরি; এবং	৫টি জেলায় নির্মিত ভব নগুলো মহিলাদের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে যা তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করবে; এবং
ঘ) নারীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য কর্মসূচির জন্য অডিটরিয়াম নির্মাণ করা।	অফিস ভবনের নীচতলায় একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রযোজ্য নয়।

১৮। প্রকল্প সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ **প্রকল্পটির মাধ্যমে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে:** বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জন্য ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনগুলো সংশ্লিষ্ট জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে/হবে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এসব জেলায় টিনসেড ভবনে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এ ধরনের কার্যক্রম নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হবে। নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

১৮.২ **নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত:** আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর , গোপালগঞ্জ, নড়াইল জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ জেলায় পরিদর্শন করা হয় । এসব পরিদর্শনের সময় অনুমোদিত ড্রইং , ডিজাইন অনুসারে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ জেলায় পরিদর্শনের সময় ভবনটির নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

১৮.৩ <u>ডিজাইনগত সমস্যা:</u> মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জ জেলায় পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, ভবন দুটির সিঁড়ির পাশে কোন ধরনের দেয়াল (ইট বা কাঁচের) না থাকায় বৃষ্টির সময় সিঁড়ি দিয়ে বৃষ্টির পানি সহজেই ভবনে প্রবেশ করে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা বিষয়টিকে ডিজাইনগত সমস্যা বলে মনে করেন। পরিদর্শনের সময় বিষয়টি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এছাড়া ভবনটির বাউন্ডারি ওয়াল নীঁচু হওয়ায় দুষ্ট প্রকৃতির লোক সহজেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, যা ভবনটির নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

জাতীয় মহিলা সংস্থা মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের ভিতরের একাংশ

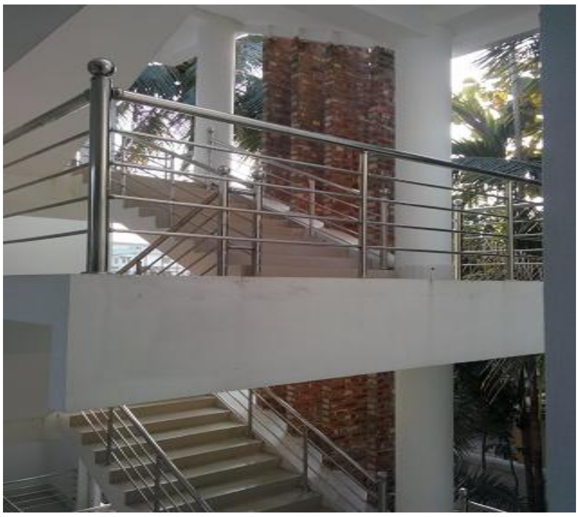

মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ে ডিজাইনগত ত্রুটির জন্য বৃষ্টির পানি অনায়াসে ভবনের সিঁড়িতে প্রবেশ করে

১৯। <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:</u>

১৯.১ প্রকল্পের আওতায় যে ৫টি জেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সে ভবনগুলোতে জাতীয় মহিলা সংস্থার সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, মৌলভীবাজার জেলা পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় মৌলভীবাজার জেলায় বর্তমানে চলমান ২টি প্রকল্পের ("জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা)" ও "নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন") মধ্যে "জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা)" প্রকল্পের কার্যক্রম নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু "নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এখনও ভাড়া বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই "নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন" প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও যথাশীঘ্র ভাড়া বাড়ীর পরিবর্তে নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করতে হবে;

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের সিঁড়ির পাশে কোন ধরনের দেয়াল না থাকায় এর থেকে উদ্ভূত সমস্যার বিষয়টি (অনুচ্ছেদ- ১৮.৩) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া ভবনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১৯.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্ন করে অডিট পর্যবেক্ষণ আই এম ই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯.৪ ১৯.১ ও ১৯.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অত্র বিভাগকে অবহিত করবে।

“শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) (৩য়সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তিঃ ডিসেম্বর, ২০১৩)

১।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও সাভার পৌরসভা এবং সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, রংপুর, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলা।
২।	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৮৩১.২০ ৩৭১.৪০ ৭৪৫৯.৮০	১৩৭৫২.০৯ ৪৮৬.৬৬ ১৩২৬৫.৪৩	১৩৩৩৯.৫৮ ৪৫৫.৬২ ১২৮৮৩.৯৬	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	৫৫০৮.৩৮ (৭০.৩৪%)	৩ বছর (৬৬.৬৬%)

* ইউনিসেফ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্য।

১	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তাদের বেতন	৬ জন	৬৬.০০	৬ জন	৬৩.৪৮	৬ জন
০২।	কর্মচারীদের বেতন	৯ জন	৪৯.৩১	৯ জন	৪৮.৮১	৯ জন
০৩।	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২ জন	১১.৫৮	২ জন	১০.০৫	২ জন
০৪।	উৎসব ভাতা	১৫ জন	১৩.৫৪	১৫ জন	১২.৫২	১৫ জন
০৫।	অফিসারদের অন্যান্য ভাতা	২ জন	৮.১৬	২ জন	৮.১৬	২ জন
০৬।	প্রকল্প সমাপ্ত বেনিফিট	১৩ জন	১৪.৭৯	১৩ জন	১৪.৭৯	১৩ জন
০৭।	ভ্রমণ ভাতা	২০ জন	২২.২৯	২০ জন	২১.২৯	২০ জন
০৮।	বদলি ভাতা	২ জন	০.৩৮	২ জন	০.১৮	২ জন
০৯।	অতিরিক্ত কাজের ব্যয়	২ জন	২১.৮৭	২ জন	২১.৮৭	২ জন
১০।	অফিস ভাড়া	১ টি	৪.১৩	১ টি	৩.৭৪	১ টি

১১।	ডাক	থোক	২১.০১	থোক	১২.৯৭	থোক
১২।	টেলিফোন	২৩ সেট	১৮.৬৬	২৩ সেট	১৭.৬৩	২৩ সেট
১৩।	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৪ টি	১.৩১	৪ টি	১.১৪	৪ টি
১৪।	পানি	থোক	৮.১০	থোক	৮.১০	থোক
১৫।	বিদ্যুৎ	থোক	১০.৫৩	থোক	১০.৫৩	থোক
১৬।	গ্যাস ও পেট্রোল	১৭ টি	৪৬.৭৩	১৬ টি	৪৫.৩৭	১৭ টি
১৭।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৮৭৩১টি ইএলসি	৭২০.৭১	৮৭৩১ টি ইএলসি	৭২০.৭১	৮৭৩১ টি ইএলসি
১৮।	স্টেশনারী	৬৫ টি অফিস	৩৬.০০	৬৫ টি অফিস	৩৫.০২	৬৫ টি অফিস
১৯।	বই ও সাময়িকী	থোক	১.৪০	থোক	০.৯৪	থোক
২০।	বিজ্ঞাপন	থোক	১.৫৯	থোক	১.৫৯	থোক
২১।	খেলার সামগ্রী	৮৭৩১ জন	১৬৬৪.৬৯	৮৭৩১ জন	১৪১৮.০৫	৮৭৩১ জন
২২।	প্রশিক্ষণ	৮৭৩১ জন	১৭৭১.৯৪	৮৭৩১ জন	১৬৬৬.৫০	৮৭৩১ জন
২৩।	বৈদেশিক প্রদর্শনী ভ্রমণ	১৩ জন	৪৬.৯০	১৩ জন	২৬.৯০	৬ জন
২৪।	সেমিনার/কনফারেন্স	৪৩০০ জন	১৮৯.২৫	৪৩০০ জন	১৮৯.২৫	৪৩০০ জন
২৫।	আপ্যায়ন	থোক	৫.৬৫	থোক	৫.১৬	থোক
২৬।	অতিরিক্ত শ্রমিক	থোক	২.৭১	থোক	২.৬৭	থোক
২৭।	সম্মানী/ফি	থোক	৫.৮১	থোক	৪.৬১	থোক
২৮।	শিক্ষকদের সম্মানী	৮৭৩১ জন	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১ জন	৬০৩৮.০৬	৮৭৩১ জন
২৯।	কপি/ফটোকপি	থোক	২.৭৯	থোক	০.৪১	থোক
৩০।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	২.২০	থোক	১.৯৭	থোক
৩১।	কমিটি মিটিং	১৫৫ মিটিং	৭১.৪৬	১৫৫ মিটিং	৭০.৬৫	১৫৫ মিটিং
৩২।	অন্যান্য (রেজিঃ, ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক চার্জ, ট্যাক্স, কন্টিনজেন্সি)	৬৫ অফিস	২৬৪৪.০৬	৬৫ অফিস	২৬৪৩.৯৫	৬৫ অফিস
৩৩।	রক্ষণাবেক্ষণ (যানবাহন)	১৭ টি	৩৩.৩১	১৭ টি	২৩.২৩	১৭ টি
৩৪।	আসবাবপত্র	৬৪ অফিস	১১.২৪	৬৪ অফিস	১০.৬৭	৬৪ অফিস
৩৫।	কম্পিউটার	৬৫ অফিস	৬.৩৫	৬৫ অফিস	৫.৪৫	৬৫ অফিস
৩৬।	অফিস যন্ত্রপাতি	৬৫ অফিস	১২.১৬	৬৫ অফিস	১০.২৮	৬৫ অফিস
৩৭।	অন্যান্য	৬৫ অফিস	১২.১৮	৬৫ অফিস	৯.৬৪	৬৫ অফিস
৩৮।	মটর/কার	১৬ টি	২৯.০৫	১৬ টি	২৯.০৫	১৬ টি
৩৯।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪ সেট	২৭.৪৬	২৪ সেট
৪০।	অফিস যন্ত্রপাতি	৭১ ইউনিট	৮০.৬২	৭১ ইউনিট	৮০.৬২	৭১ ইউনিট
৪১।	আসবাবপত্র	১৩৬ ইউনিট	৮.৯৮	১৩৬ ইউনিট	৮.৯৮	১৩১ ইউনিট
৪২।	সিডি/ভ্যাট	-	৭.১৩	-	৭.১৩	-
	মোটঃ	-	১৩৭৫২.০৯	-	১৩৩৩৯.৫৮	-

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:**আরটিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ পটভূমি: বাংলাদেশের সকল পরিবারই তাদের শিশুদের ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকে। তবে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে শিশুর শৈশবকালের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। শৈশবকালে শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের দেশে মায়ের ভূমিকাকে মূখ্য এবং বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকাকে গৌণ করে দেখা হয়। শিশুর যত্নের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও শিশুর বিকাশে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা সীমিত। শৈশবকালে শিশুর মানসিক বিকাশে করণীয় সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই বললেই চলে। বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য যে সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলো মূলতঃ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির চাহিদাকে লক্ষ্য রেখেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্লে /নার্সারি নামে প্রি-স্কুল কর্মসূচি থাকলেও শিশুর সঠিক উন্নয়ন ও বিকাশ সম্পর্কে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা নেই, তেমনি এগুলো সমন্বিত এবং সুসংগঠিতও নয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় জানুয়ারি ২০০১ থেকে জুন ২০০৬ মেয়াদে "শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। শিশুদের জ্ঞান, বুদ্ধিগত, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য নিরাপদ, উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও সহায়ক পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে শিশু যত্নকারীদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে এর ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **উদ্দেশ্য:**

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

- জন্ম থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের বয়স উপযোগী পারস্পরিক যত্ন এবং শিশু সুলভ শিক্ষার অনুকূ ল ও নিরাপদ পরিবেশে কেন্দ্রে, বাড়ীতে এবং কমিউনিটিতে প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগিক এবং ভাষাগত সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগি করে গড়ে তোলা;

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ৮৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও পরি চালনার মাধ্যমে মোট ১১.০০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান;

(খ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং গণযোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(গ) Early Learning and Development Standards (ELDS) অনুযায়ী বাংলাদেশে Early Childhood Care and Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু একাডেমিতে প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন:

পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ -সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্পটির টিপিপি 'র উপর ২১/০৮/২০০৬ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসপিইসি সভার সুপারিশসম্বলিত টিপিপি মোট ৭৮৭১.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৭১.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৪৫৯.৮০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৪/০২/২০০৭ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ ১ম সংশোধন: মুল প্রকল্পে ৮৭৩১টি কেন্দ্রের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়ায় ইউনিসেফ অতিরিক্ত কেন্দ্র চালুকরণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রারম্ভিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী ৮০০/- টাকা থেকে ১৫০০/- টাকায় বৃদ্ধি, অংশীদারী সংস্থা শিশু মাতৃ-স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ) প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি

বাস্তবায়নের নিমিত্ত “পরিচালনা ব্যয়” নামে নতুন অংগ অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি কারণে ৭৪৭৮.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩১৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১৬২.১৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১০/০৪/২০১১ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৮.৩ <u>২য় সংশোধন:</u> ইউনিসেফ-এর ৮ম কান্ট্রি প্রোগ্রাম (২০১২-২০১৬) এর আওতায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, ৮টি উপজেলায় নতুন ৭০০ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা এবং বর্ধিত ১ বছর মেয়াদে ইউনিসেফ কর্তৃক অতিরিক্ত ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকা অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের নিমিত্ত ২৪/০১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এ সপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্গঠিত টিপিপি মোট ৯৭৩৯.২৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৮৫.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৩৫৩.৩৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৯/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়।

৮.৪ <u>৩য় সংশোধন:</u> প্রকল্পের আওতায় Comprehensive Early Childhood Care and Development (ECCD) Policy চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং এর আলোকে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে আলোচ্য প্রকল্পের কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন অংগে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সংশোধিত টিপিপি’র উপর পরিকল্পনা কমিশনে ১৮/০৩/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্গঠিত টিপিপি ১৩৭৫২.০৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৮৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩২৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি ৩য় বার সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

৯। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:</u>** নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপ-সচিব	১২/০৩/২০০৭	০৩/০৩/২০১২
০২	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, যুগ্ম-সচিব	০৯/০৪/২০১২	১৮/০৩/২০১৩
০৩	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, পরিচালক, শিশু একাডেমি	১৯/০৩/২০১৩	২০/০৭/২০১৩
০৪	জনাব মোঃ কফিলুদ্দিন কাইয়া, উপ-সচিব	২১/০৭/২০১৩	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

১০। **<u>বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:</u>**

<u>(লক্ষ টাকায়)</u>

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৬-২০০৭	৪৩৭.৫০	৭.৫০	৪৩০.০০	৭.৫০	১৯১.১৫	৪.৪৯	১৮৬.৬৬
২০০৭-২০০৮	৮৭১.০০	৪৫.০০	৮২৬.০০	৪৫.০০	৮৬৮.৮৫	৪২.৮৫	৮২৬.০০
২০০৮-২০০৯	২৩০২.০০	৭১.০০	২২৩১.০০	৭১.০০	২৩০১.৪৫	৭০.৪৫	২২৩১.০০
২০০৯-২০১০	২০৬৫.০০	৬৫.০০	২০০০.০০	৬৫.০০	১৬৭৮.২৯	৬৪.৯৯	১৬১৩.৩০
২০১০-২০১১	১২৭২.০০	৭২.০০	১২০০.০০	৭২.০০	১২৭১.৯২	৭১.৯২	১২০০.০০
২০১১-২০১২	১২৭৫.০০	৭৫.০০	১২০০.০০	৭৫.০০	২১৭১.৮৯	৭১.৮৯	২১০০.০০
২০১২-২০১৩	২৩৭০.০০	৭০.০০	২৩০০.০০	৭০.০০	২৩৬৯.১০	৬৯.১০	২৩০০.০০
২০১৩-২০১৪	২৫৭২.০০	৭২.০০	২৫০০.০০	৭২.০০	২৪৮৬.৯৩	৫৯.৯৩	২৪২৭.০০
????	??????.??	???.??	?????.??	???.??	?????.??	???.??	?????.??

১১। <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:</u>

(ক) কেন্দ্রভিত্তিক শিশু শিক্ষা কর্মসূচি। প্রকল্পের আওতায় ৮,৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১.০০ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রদান;

(খ) বাড়িতে, কমিউনিটিতে ও শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুর জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং শিশুর যথাযথ যত্নবিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম;

(গ) Early Childhood Development (ECD) বিষয়ক এডভোকেসি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন; এবং

(ঙ) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও জতীয় শিশুনীতি-২০১১ তে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা;

উল্লেখ্য, প্রকল্পের অংশীদারী সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক , গ্রামীণ শিক্ষা, ফুলকী, শিশু-মাতৃ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

১২। <u>প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি :</u> প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি ’র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্প এলাকা (মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা) সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় ঐ এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও (ব্র্যাক)- এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

(গ) সরেজমিন পরিদর্শনের সময় অভিভাবকদের সাথে আলোচনা;

(ঘ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে এর অর্জনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

(ঙ) প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় সম্পাদিত কাজ;

(চ) প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা; এবং

(ছ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা।

১৩। <u>প্রকল্প মূল্যায়নের দুর্বল দিক:</u>

(ক) প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় কেবল ৪টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে (পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য অনুচ্ছেদ-১৫ এ বর্ণিত)। এর কারণ হিসেবে সময় স্বল্পতার পাশাপাশি বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবা হিকতায় জানুয়ারি, ২০১৪ মাস থেকে "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হওয়াকে বিবেচনায় আনা হয়েছে;

(খ) বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বের প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিকট হতে সরাসরি তথ্য পেতে সমস্যা (যেহেতু উপকারভোগী শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং পরিদর্শনের সময় তাদের সাথে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে ব্রাকের সহযোগিতায় বেশ কয়েকজন অভিভাবকের সাথে সরাসরি আলোচনা হয়);

(গ) যেহেতু বর্ণিত প্রকল্পটি ডিসেম্বর , ২০১৩-এ সমাপ্ত হয়েছে কাজেই বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান কাজের সাথে পূর্বের কাজের সামঞ্জস্য থাকায় বর্ণিত প্রকল্পটি মূল্যা য়নের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম বিবেচনায় নেয়া; এবং

(ঘ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নমালা চেকলিস্ট প্রণয়ন না করা।

১৪। <u>প্রকল্পটির বিশেষ দিক :</u> বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিশে ষ করে বস্তি এলাকা, চা-বাগান, সরকারি আশ্রায়ন প্রকল্প এলাকা , যৌনপল্লী, শিশু পরিবার ও কেন্দ্রীয় কারাগার ইত্যাদি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় দরিদ্র জনগণই প্রকল্পের মূল উপকারভোগী ছিল।

১৫। <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u> আইএমইডি কর্তৃক ২৭/১২/২০১৪ তারিখে মৌলভীবাজা র জেলায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪টি প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রম এবং ২৮/০১/২০১৫ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১৫.১ <u>প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার কার্যক্রম:</u> প্রকল্পটির আওতায় মৌলভীবাজার জেলার শিক্ষা কার্যক্রম এনজিও সংস্থা ‘ব্র্যাক’ এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সম্পাদিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চলমান “শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রমও ‘ব্র্যাক’ এর সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। মৌলভীবাজার জেলার ‘ব্র্যাক’ কার্যালয় ২০১১ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় যে, ২০১১, ২০১২ সালে এখানে ১৮৫টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র থাকলেও ২০১৩ সালে তা বেড়ে ২০০-তে উন্নীত হয়। বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্র সংখ্যা কমে ৬৮ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, সরকার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র চালু করায় প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র সংখ্যা কমে গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজারের কেন্দ্র সংখ্যা কমিয়ে হাওর অঞ্চল সুনামগঞ্জে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোতে ১৭১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়, যার মধ্যে ১৭০৭১ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে এবং ১৭০৭১ জনকেই ‘ব্র্যাক’ এর সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয় বলে পরিদর্শনের সময় জানা গেছে। পরিদর্শনের সময় শ্রীমঙ্গল উপজেলায় নিম্নলিখিত ৪টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়:

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম	শিক্ষকের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা
ক)	ফুলছড়া-১ ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল	পারুল তন্তরা	৩০ জন
খ)	রামনগর মনিপুরী ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল	রোহেনা আক্তার	৩০ জন
গ)	ডিগাপাড়া ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল	রুমানা আক্তার চম্পা	৩২ জন
ঘ)	বাদে আলিসা ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল	শুক্লা রানী দেব	২৮ জন

বর্ণিত কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এ শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সমাপ্ত প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। কেন্দ্রগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গাল উপজেলায় ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল

(i) কেন্দ্রের শিক্ষক নির্বাচন 'ব্র্যাক' কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত শিক্ষকদেরকে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(ii) 'ব্র্যাক' কর্তৃক শিক্ষা কেন্দ্র বাছাই করা হয় এবং প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে ৩০৬ বর্গফুট বিশিষ্ট কক্ষ ভাড়া করা হয়। কেন্দ্রের ভাড়া বাবদ বছরে ৩,৬০০/- (তিন হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়;

(iii) প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা সাধারণত ৩০ জন;

(iv) কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা হয় এবং ৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়;

(v) শিক্ষার্থীদেরকে ৪টি দলে ভাগ করে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ৪টি দলের পৃথক নাম দেয়া হয়। প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা থাকেন। পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রগুলোর ৪টি দলের নাম ছিল: আম, কাঠাল, তাল, আনারস। গ্রুপ ভিত্তিক পড়ালেখার পদ্ধতিটি উৎসাহব্যঞ্জক এবং কার্যকরী। এতে পড়ালেখা আত্মস্থ করতে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয় এবং তাদের মাঝে সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পায়।

মৌলভীবাজার জেলায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রুপ ভিত্তিক পড়ালেখার পদ্ধতি

(vi) কোন কেন্দ্রে সকাল ০৯:৩০ টায় এবং কোন কেন্দ্রে সকাল ১০:০০ টায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে মোট ৩ ঘন্টা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(vii) শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদেরকে প্রতি মাসে ১,৪৫০/- (এক হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। প্রতি মাসের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়;

(viii) প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে , যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বই, স্লেট, হার্ড বোর্ড, স্কেল, চক। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষক সহায়িকা , বর্ণের মেলা বই, সংখ্যার মেলা বই ছবি দেখে শিখি বই , গল্পের বই, সংখ্যার কার্ড, বর্ণের ছক্কা, ফোঁটা দিয়ে ছক্কা , ডমিনো কার্ড, আকার আকৃতি, এবিসি চার্ট, স্বরবর্ণের চার্ট, ব্যঞ্জন বর্ণের চার্ট , বাংলাদেশের ফুল, ফল, পাখি, পশু, মাছের চার্ট, হাজিরা খাতা, অভিভাবক সভার খাতা, দেয়ালিকার কাগজসহ আরো অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

(ix) শিক্ষকরা মৌখিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন;

(x) ১ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নের পর শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করেন।

একটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের চার্ট

একটি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের তথ্য বোর্ড

পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে , তাদের শিক্ষার মান এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ছড়া আবৃত্তি , চিত্রাঙ্কন, চারু ও কারু ইত্যাদি বিষয় শিখানো হয়। যা তাদের মানসিক বিকাশের জন্য সহা য়ক। পরিদর্শনের সময় প্রতিটি কেন্দ্রের কয়েকজন অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে , তাদের সকলের কোন না কোন আপনজন প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রগুলো থেকে পড়া সম্পন্ন করে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে এবং প্রত্যেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল করছে। প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রে পড়ার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। এখানকার পড়ালেখার মান ও পদ্ধতি নিয়ে তারা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

মৌলভীবাজার জেলায় প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে কয়েকজন অভিভাবকের সাথে আলোচনা

১৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লে ষণ: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন , প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা:হল

১৬.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা: অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী ১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ (অনুচ্ছে:৫ এর ক্রমিক নং ১-৪) আরটিপিপি সংস্থানকৃত ১৪০.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৩৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১ জন প্রকল্প পরিচালক , ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ৩ জন প্রোগ্রাম অফিসার , ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাবরক্ষক, ২ জন কম্পিউটার অপারেটর, ২ জন গাড়িচালক ও ৪ জন এমএলএসএস কর্মরত ছিলেন।

১৬.২ **মুদ্রণ ও প্রকাশনা:** প্রকল্পের আওতায় ৮৭৩১টি ইএলসি'তে শিক্ষা গ্রহণকারী ১১.০০ লক্ষ শিশুর শিক্ষা উপকরণ ক্রয়/মুদ্রণ এবং এডভোকেসী উপকরণ ক্রয় ও মুদ্রণ বাবদ আরটিপিপি সংস্থানকৃত ৭২০.৭১ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১৬.৩ **খেলার সামগ্রী:** উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ তাদের অনুসৃত ক্রয় পদ্ধতিতে খেলার সামগ্রি ক্রয়পূর্বক প্রকল্প কার্যালয়ে সরবরাহ করে। প্রকল্প কার্যালয় ইউনিসেফ থেকে প্রাপ্ত খেলার সামগ্রী অংশীদারী সংস্থা বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করেছে। প্রকল্পের আওতায় ৮৭৩১টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে মোট ৩৯ ধরনের খেলার সামগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এসব খেলনা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক। আরটিপিপি'তে এ বাবদ সংস্থানকৃত ১৬৬৪.৬৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪১৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৬.৪ **প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষণ অংগের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের ৭ দিনের এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষকদের ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষকদের ১ দিনের মাসিক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮৭৩১ জনের প্রশিক্ষণ বাবদ আরটিপিপি'তে ১৭৭১.৯৪ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৬৬৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়।

১৬.৫ **সেমিনার/কনফরেন্স:** শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy-CECCDP) এবং শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশে র আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards-ELDS) প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় , বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, প্রকল্পের অংশীদারী সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ (Early Childhood Development) বিষয়ক কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন , বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা , প্রকল্পের অংশীদারী সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ বাবদ আরটিপিপি'তে সংস্থানকৃত ১৮৯.২৫ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১৬.৬ **শিক্ষকদের সম্মানী:** ৮৭৩১টি কেন্দ্রের শিক্ষকদের সম্মানী খাতে প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ৬০৩৮.০৬ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী প্রকল্পের শুরুতে ৮০০/- টাকা ছিল। পরে তা ক্রমান্বয়ে মাসিক ১০০০/-, ১২০০/- ও সর্বশেষ ১৫০০/- টাকায় উন্নীত হয়।

১৬.৭ **অন্যান্য (রেজি:, ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক চার্জ, ট্যাক্স, কন্টিনজেন্সি):** প্রকল্পের ২টি গাড়ি, ১৫টি মটর সাইকেল-এর রেজিস্ট্রেশন, বীমাসহ ৬৪টি জেলার কন্টিনজেন্সী বাবদ অন্যান্য খাতে ২৬৪৪.০৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৬৪৩.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের ?????ও অর্জন:

১৭.১ **সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ**:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
জন্ম থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের বয়স উপযোগী পারস্পরিক যত্ন এবং শিশু সুলভ শিক্ষার অনুকূ ল ও নিরাপদ পরিবেশে কেন্দ্রে, বাড়ীতে এবং কমিউনিটিতে	ছয় বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করার লক্ষ্যে তাদেরকে ১ বছর প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগিক এবং

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগিক এবং ভাষাগত সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগি করে গড়ে তোলা;	ভাষাগত সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে বিভিন্ন খেলার সামগ্রি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ছড়া ও আবৃত্তি শেখানো হয়েছে;

১৭.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ৮৭৩১টি প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১.০০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান;	৮৭৩১টি প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১১.০০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে;
(খ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং গণযোগাযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
(গ) Early Learning and Development Standards (ELDS) অনুযায়ী বাংলাদেশে Early Childhood Care and Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং	Early Learning and Development Standards (ELDS) অনুযায়ী বাংলাদেশে Early Childhood Care and Development (ECCD) সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং
(ঘ) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শি শু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাগুলোর এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিশু একাডেমিতে প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।	প্রকল্পের আওতায় Bangladesh ECD Network (BEN) স্থাপন করা হয়েছে এবং তারা প্রতি বছর একবার National ECD Conference এর আয়োজন করে । তবে শিশু একাডেমিতে প্রারম্ভিক বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজগুলো (মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, গঠন কাঠামো ইত্যাদি) সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কেন্দ্রটি বর্তমান প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হবে।

১৮। <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:</u>

১৮.১ <u>প্রকল্পটির মাধ্য মে দারিদ্যপীড়িত অঞ্চলের শিশুদের প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হওয়া :</u> বর্ণিত প্রকল্পটি দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকার যেখানে সমাজের প্রান্তিক /অবহেলিত জনগোষ্ঠী বাস করে বিশেষ করে বস্তি এলাকা , চা-বাগান, সরকারি আশ্রায়ন প্রকল্প এলাকা , যৌনপল্লী, শিশু পরিবার ও কেন্দ্রীয় কা রাগার ইত্যাদি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে , প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী ছিল দরিদ্র জনগণ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি প্রকল্পের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুরা ছড়া আবৃত্তি , চিত্রাংকনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছে যা তাদের মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষকরাও ছিলেন সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষি ত নারী। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সাময়িক কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোকে প্রকল্পের অন্যতম অর্জন বলে বিবেচনা করা যায়।

১৮.২ **<u>শিক্ষকগণের অপর্যাপ্ত সম্মানী প্রদান:</u>** প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের মাসিক সম্মানীভাতা সর্বসাকুল্যে ১৫০০/- টাকা। তারা কেন্দ্রে প্রতিদিন ন্যূনতম তিন ঘন্টা সময় শিক্ষাদানসহ অবস্থান করেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এ পরিমাণ অর্থ খুবই যৎসামান্য; এবং

১৮.৩ **<u>কেন্দ্রসমূহে শুকনো খাবার (টিফিন)-এর ব্যবস্থা ছিলনা:</u>** বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোতে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুরা পড়াশোনা করেছে বা বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায়ও দরিদ্র শিশুরা পড়াশুনা করছে। তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সপ্তাহে ২/৩ দিন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ শুকনো খাবার (বিস্কুট/মিস্টি/কেক) সরবরাহের বিষয়ে প্রকল্পে কোন সংস্থান ছিল না। শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নে এ ধরনের খাবার সহায়ক হবে।

১৯। <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৯.১ বর্ণিত প্রকল্পের ধারাহিকতায় বর্তমানে চলমান "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় ও প্রকল্পের গুণগতমান যাতে বজায় রাখা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.২ বর্তমান বাজারদর, শিক্ষকদের কর্মঘন্টা, ন্যূনতম মজুরী বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে চলমান প্রকল্পের শিক্ষকদের বর্তমান সম্মানী বৃদ্ধি করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৯.৩ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে চলমান কেন্দ্রসমূহে সপ্তাহে ২-৩ দিন পুষ্টিসমৃদ্ধ শুকনো খাবারের যৌক্তিকতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে; এবং

১৯.৪ এ ধরনের গণশিক্ষাধর্মী প্রকল্পের ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বা প্রকল্পের শেষ পর্যায়ের দিকে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যুক্তিসংগত হবে। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের উপকারভোগী বা প্রকল্পের উপাদানগুলো খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।

১৯.৫ External Audit প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯.৬ অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে অনুচ্ছদ ১৯.৫ এ উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"সিসিমপুর আউটরীচ (১মসংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : ৬৪টি জেলা সদর ও ৬টি উপজেলা সদর- রংপুর (মিঠাপুকুর), যশোর (কেশবপুর), বরিশাল (বাবুগঞ্জ), মৌলভীবাজার (কুলাউড়া), ফেনী (পরশুরাম), মুন্সীগঞ্জ (শ্রীনগর)।

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২২৪৪.৫৮ ১৪৪.৫৮ ২১০০.০০	২২৫৭.২৮ ১৫৭.২৮ ২১০০.০০	২২২৩.৫৪ ১৫৫.৩৯ ২০৬৮.১৫	জানু:, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানু:, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানু:, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	--	২ বছর (৬৬.৬৬%)

* USAID হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্য।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩৩.৫০	৪		৪
০২।	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৮.৩৪	৫	৫৭.৮৬	৫
০৩।	উৎসব ভাতা	জন	৫.৯৩	৯		৯
০৪।	যাতায়াত ভাতা	জন	১.৪৪	৫	১.৪৯	৫
০৫।	ওভার টাইম	জন	১.২০	১	১.২০	১
০৬।	ইউনিফর্ম ভাতা	জন	৩.৩৫	১৩৪	৩.৩১	১৩৪

ক্রঃ নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৭।	অন্যান্য (প্রকল্প সমাপ্তির পর বেনিফিট)	জন	৩.০০	৫	১.০৪	৫
০৮।	ভ্রমণ ব্যয়	সংখ্যা	৩৭.০০	৬	৩৭.২৯	৬
০৯।	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	৩৯.০০	৭১	৩৩.৫৩	৭১
১০।	ডাক	সংখ্যা	৩.০২	৭১	৩.১০	৭১
১১।	টেলিফোন	সংখ্যা	৪.০০	৭১	৪.৭০	৭১
১২।	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	সংখ্যা	০.৭২	৪		৪
১৩।	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	৩.৬০	থোক	৩.৪২	থোক
১৪।	জ্বালানী এবং গ্যাস	সংখ্যা	১২.৬০	১	৮৬.৭৫	১
১৫।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	সংখ্যা	৭৫.৭৫	১৩৪		১৩৪
১৬।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৪৯৭.২৭	থোক	৪৯৮.৫৫	থোক
১৭।	স্টেশনারী	সংখ্যা	৭.০০	৭১	৭.২০	৭১
১৮।	বই ও সাময়িকী	থোক	১১.৭০	থোক	১১.৮৫	থোক
১৯।	অডিও/ভিডিও	থোক	৪৪.৪৭	থোক	৪৪.৪৬	থোক
২০।	বিজ্ঞাপন	থোক	৬২.২০	থোক	৬২.৩৭	থোক
২১।	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৩৩.৭৩	থোক	৬১৫.১৩	থোক
২২।	সেমিনার/কনফারেন্স	থোক	৩১.৭২	থোক	৩১.৬৬	থোক
২৩।	আপ্যায়ন	থোক	০.৫০	থোক	০.৫২	থোক
২৪।	বন্দর চার্জ ও পরিবহন	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৯৬	থোক
২৫।	অতিরিক্ত শ্রমিক	থোক	১.০৩	থোক	১.১৩	থোক
২৬।	সম্মানী/ফি	থোক	১৫৯.৭৭	থোক	১৫৮.৯৪	থোক
২৭।	কপি/অনুলিপি ব্যয়	থোক	০.৬০	থোক	৪.০৩	থোক
২৮।	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৩.১০	থোক		থোক
২৯।	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	থোক	৭৪.১৭	থোক	৬৭.৩৩	থোক
৩০।	অন্যান্য ব্যয়	সংখ্যা	৪৪.৬৬	১	৪৪.৯৫	১
৩১।	রক্ষণাবেক্ষণ (মটরকার)	সংখ্যা	৫.০০	৭১	৫.০৭	৭১
৩২।	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১.২৭	থোক	১.৩০	থোক

ক্রঃ নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৩।	রক্ষণাবেক্ষণ (মেশিনারী ও ইক্যুইপমেন্ট)	থোক	১৯.৩০	থোক	১৮.৯৪	থোক
৩৪।	অন্যান্য ভবন	সংখ্যা	১৫৫.০০	১	১৫৪.৮৭	১
৩৫।	মটর/কার	সংখ্যা	২৯.১৪	১	২৯.১৬	১
৩৬।	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২১.০০	৩০	২০.৯৮	৩০
৩৭।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬৩.০০	১০২৫	৬২.৯৩	১০২৫
৩৮।	অন্যান্য	থোক	১০৮.৫০	থোক	১০৮.৪৪	থোক
	মোট:	-	২২৫৭.২৮	-	২২২৩.৫৪	-

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** আরটিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ পটভূমি: **বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে পরিমাণগতভাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও গুণগত শিক্ষার ওপর অনেক জোর দিতে হবে। শিশুর স্বাস্থ্য ও অন্যান্য**বিষয়ে সরকারের যথেষ্ট কার্যক্রম থাকলেও মানসিক বিকাশের কার্যক্রম খুব বেশী নেই। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা গেছে কতগুলো বোধ-বুদ্ধি, সামাজিক, নৈতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির বুনিয়াদ শিশু কালে রচনা করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো শিশুদের ৫ বছর বয়সের মধ্যেই অবহিত করতে হয়। এ সমস্ত বিষয় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া , শিশুর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অর্জিত হয়। শিশুর গুণগত বিকাশের লক্ষ্যে এগুলো অন্যতম। এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০৬ সালে ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে , যা সরকার ও এনজিওদের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদে শ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এসব কার্যক্রমের যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। একইভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এবং শিশু শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিশুতোষ কার্যক্রম পরিচালনা করার নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **উদ্দেশ্য:**

(ক) শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং শিশুর শিক্ষার জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন;

(খ) সারাদেশের ৩-৬ বছর বয়সী বিপুল সংখ্যক শিশুর জন্য উপযোগী ও উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও সম্প্রচার;

(গ) শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য সা মাজিক ও মনন বিকাশমূলক উপকরণ সম্বলিত শিক্ষা বিশেষ করে স্বাক্ষরতা , সংখ্যা ও সৃজনশীল চিন্তা বিকাশে সহায়ক বার্তা তৈরি ও প্রচার;

(ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিক্ষার প্রসার;

(ঙ) কমিউনিটিতে সহজলভ্য উপকরণাদি ব্যবহার ও বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্র দানের বিষয়ে শিশুর পিতা - মাতা/অভিভাবকগণকে উৎসাহিত করা, যাতে শিশু শিক্ষার উন্নয়ন করা যায়; এবং

(চ) শিক্ষাকে আনন্দদায়ক/শিশুতোষ করে তোলা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন: প্রকল্পের টিপিপি মোট ২২৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২১০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১১/১০/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি : নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৩ প্রকল্প সংশোধন: মুল প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে হলেও টিপিপি অনুমোদন হয় অক্টোবর ২০০৯-এ। ২৯/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্প কার্যক্রম ৬৪টি জেলার সদরের অতিরিক্ত আরও ৬টি উপজেলায় (কুলাউড়া, শ্রীনগর, বাবুগঞ্জ, পরশুরাম, কেশবপুর ও মিঠাপুকুর) সম্প্রসারণের সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে প্রকল্প এলাকা সংশোধন; জ্বালানী তেল, শিক্ষা উপকরণসহ কতিপয় খাতে মূল্য বৃদ্ধি; মূল টিপিপিতে উপকরণ বন্টন, প্রকল্প সূচনা, সিসিমপুর দিবস উদযাপন, সমাপনী উৎসব প্রভৃতি ব্যয়ের খাত যথাযথ ইকনমিক কোডে প্রদর্শন করা ছিল না; প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ভ্যান চালকদের ইউনিফর্ম প্রদান; মোবাইল ভ্যান রাখার গ্যারেজ ভাড়া; আউটরীচ একটিভিটিজ সম্প্রসারণ; যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং-এর জন্য সংস্থান রাখা। এসব কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনে ০২/১০/২০১২ তারিখে প্রকল্পের উপর এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরটিপিপি ২২৫৭.২৮ লক্ষ টাকায় (জিওবি- ১৫৫.৩৯ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ২০৬৮.১৫ লক্ষ টাকা) জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০৮/০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২০/০১/২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য: নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব এ.বি.এম. জাকির হোসেন, যুগ্ম-সচিব	১২/০৪/২০১০	৩১/১২/২০১৩

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	৩০.০০	২০.০০	১০.০০	২০.০০	১২.১২	৫.৫৬	৬.৫৬
২০১০-২০১১	৭৫০.০০	৩৯.০০	৭১১.০০	৩৯.০০	৭১৬.৭৮	৩৭.৩৩	৬৭৯.৪৫
২০১১-২০১২	৮৭০.০০	৪৫.০০	৮২৫.০০	৪৫.০০	৮৫০.৫১	৪৫.০০	৮০৫.৫১
২০১২-২০১৩	৫৪৪.০০	৪৪.০০	৫০০.০০	৪৪.০০	৫৪১.২৭	৪৩.৫০	৪৯৭.৭৭
২০১৩-২০১৪	১৩২.০০	২৫.০০	১০৭.০০	২৫.০০	১০২.৮৬	২৪.০০	৭৮.৮৬
????	**????.??**	**???.??**	**????.??**	**???.??**	**????.??**	**???.??**	**????.??**

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) শিশু শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বি ভিন্ন শিশুতোষ উপকরণ (ছবি, শব্দ, বর্ণের কার্ড, বই, ম্যাচিং কার্ড, ক্যালেন্ডার, ডমিনো গেইম ইত্যাদি) তৈরি এবং শিশুদের মাঝে বিতরণ;

(খ) টেলিভিশন ও রেডিও'তে প্রচারের জন্য সিসিমপুর অডিও এবং ভিডিও অনুষ্ঠান তৈরি ও তা সম্প্রচার (সিসিমপুরের মোট ৫২টি পর্ব তৈরি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান);

(গ) প্রশিক্ষণ (অভিভাবকদের, শিক্ষক ও রিসোর্স পুল তৈরি); এবং

(ঘ) ১০৪ জন ভ্যান ড্রাইভারের মাধ্যমে (টিভি, সিডি প্লেয়ার, জেনারেটরের সমন্বয়ে গঠিত মোবাইল ভ্যান) প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকার বিভিন্ন স্কুলে সপ্তাহে ২ দিন সিসিমপুরের ভিডিও প্রদর্শনী।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের আওতায় তৈরিকৃত বিভিন্ন শিশুতোষ উপকরণগুলোর (ফ্লাস কার্ড, বোর্ড গেইম, ছবি ও সংখ্যা চার্ট, ম্যাচিং কার্ড ইত্যাদি) Content পর্যালোচনা;

(খ) বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত সিসিমপুর -এর বিভিন্ন পর্বগুলোর বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনায় আনা;

(গ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে এর অর্জনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

(ঘ) প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় সম্পাদিত কাজ;

(ঙ) প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা;

(চ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা কার্যালয় পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা; এবং

(ছ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা।

১৩। **প্রকল্প মূল্যায়নের দুর্বল দিক:**

(ক) উপকারভোগী হিসেবে কোন শিশু বা শিশুর অভিভাবকের সাক্ষাৎকার নিতে না পারা; এবং

(খ) প্রকল্পের Output গুলো Intengible হওয়ায় প্রকল্প মূল্যায়ন পর্যায়ে এগুলো যথাযথভাবে Measure করতে সক্ষম না হওয়া।

১৪। **প্রকল্প পরিদর্শন:** আইএমইডি কর্তৃক ২২/০৪/২০১৫ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় (বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে কর্মরত) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ২৯/০৪/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ঢাকা কার্যালয় (বাড়ী # ৫, রোড # ৪, সেকশন # ১১, মিরপুর) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে তারা শিশুদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করেছে বা অভিভাবকদের নিয়ে কি আলোচনা করেছেন সে বিষয়গুলো জানতে চাওয়া হয়। এক কথায় প্রকল্পটি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামতও আলোচনা হয়।

১৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ :** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন , প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৫.১ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন -ভাতা:** প্রকল্পের আওতায় সরকারের যুগ্ম -সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ২ জন প্রোগ্রাম অফিসার, ১ জন একাউন্টস অফিসার, ১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ১ জন স্টোর কিপার, ১ জন ড্রাইভার ও ২ জন এমএলএসএস নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের বেতন-ভাতা বাবদ টিপিপি সংস্থানকৃত ৫১.৮৪ লক্ষ টাকার (অনুচ্ছেদ- ৫ এর ক্রমিক নং ১ ও ২) বিপরীতে ৫৭.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৫.২ **<u>মুদ্রণ ও প্রকাশনা</u>** : প্রকল্পের আওতায় আরটিপিপি 'তে এ খাতে ৪৯৭.২৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৯৮.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ১২টি শিশুতোষ উপকরণ (ফ্ল্যাস কার্ড, বোর্ড গেইম, ছবি ও সংখ্যা চার্ট, ম্যাচিং কার্ড, সৃজনশীল চিন্তা বিকাশে সহায়ক বার্তা) এবং শিশু ও অভিভাবকদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ

১৫.৩ **<u>অডিও/ভিডিও:</u>** আরটিপিপি'তে এ অংগে ৪৪.৪৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সিসি মপুর নামে অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়। এর ভিডিও, অডিও বিটিভি ও রেডিও'তে সম্প্রচার করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ

১৫.৪ **<u>প্রশিক্ষণ:</u>** আরটিপিপি'তে প্রশিক্ষণ খাতে ৬৩৩.৭৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬১৫.১৩ লক্ষ টা কা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪০৮ জন রিসোর্স পুল তৈরি , বিভিন্ন স্কুলে ৯৯৬০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ এবং ১৯২০০০ জন অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য , প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের ৬ জন সরকারি কর্মকর্তা নিয়ে রি সোর্স পুল গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ /শিশু শিক্ষার উপর ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯৯৬০ জন শিক্ষককে ২ দিনব্যাপী ও ১৯৪২০০ জন অভিভাবককে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রিসোর্স পুলের সদস্যরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষক ও অভিভাব কদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। এ অংগের আওতায় অভিভাবক ও রিসোর্স পুলের জন্য ট্রেনিং মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫.৫ **অন্যান্য ভবন:** আরটিপিপি'তে এ খাতে ১৫৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫৪.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ অংগের আওতায় শিশু একাডেমির লেকচার থিয়েটার ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। USAID কর্তৃক সরাসরি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের ?????ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং শিশুর শিক্ষার জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন;	প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ভিডিও, অডিও তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন গেইম ও পাজেল কার্ড তৈরির মাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;
(খ) সারাদেশের ৩-৬ বছর বয়সী বিপুল সংখ্যক শিশুর জন্য উপযোগী ও উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও সম্প্রচার;	৩-৬ বছর বয়সী শিশুর জন্য উপযোগী এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণের জন্য গেইম , পাজেল-এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় গৃহীত হয়েছে;
(গ) শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য সামাজিক ও মনন বিকাশমূলক উপকরণ সম্বলিত শিক্ষা বিশেষ করে স্বাক্ষরতা , সংখ্যা ও সৃজনশীল চিন্তা বিকাশে সহায়ক বার্তা তৈরি ও প্রচার;	শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য সামাজিক ও মনন বিকাশমূলক উপকরণ সম্বলিত শিক্ষা বিশেষ করে স্বাক্ষরতা, সংখ্যা ও সৃজনশীল চিন্তা বিকাশে সহায়ক বার্তা তৈরি করা হয়েছে ও প্রচার করা হয়েছে;
(ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিক্ষার প্রসার;	টেলিভিশনে "সিসিমপুর" নামক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে;
(ঙ) কমিউনিটিতে সহজলভ্য উপকরণাদি ব্যবহার ও বিতরণের মাধ্য মে শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে শিশুর পিতা -মাতা/ অভিভাবকগণকে উৎসাহিত করা , যাতে শিশু শিক্ষার উন্নয়ন করা যায়; এবং	অভিভাবক ও শিশুদের মাঝে সংখ্যা , পাজেল কার্ড, ফ্লাস কার্ড, সংখ্যা চক্রের চার্ট, বিগবুক (বর্ণমালা ও ত্রিভুজরাসী) ম্যাচিং কার্ড, ছবি, শব্দ ও বর্ণের সাইজ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে; এবং
(চ) শিক্ষাকে আনন্দদায়ক/শিশুতোষ করে তোলা।	প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক / শিশুতোষ করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ **আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল উপায়ে শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা:** প্রকল্পের আওতায় আনন্দের সাথে শিক্ষা প্রদানের জন্য তৈরিকৃত বিভিন্ন উপকরণ (ছবি, শব্দ ও বর্ণের পাজেল, সংখ্যার পাজেল, হুইল চার্ট পাজেল, ম্যাচিং কার্ড, ডমিনো গেইম, বিগবুক-১, বিগবুক-২, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , এসব উপকরণ শিশুতোষ এবং শিশু শিক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এছাড়া বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বিটিভি 'তে "সিসিমপুর" নামক যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল সেটি শিশুসহ সকলের মাঝে জনপ্রিয় ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে , প্রকল্পটি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রকল্পের কার্যক্রম শিশুদের মানসিক বিকাশের উপযোগী ও কার্যকর ছিল।

প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ

১৭.২ <u>Sustainability না থাকা:</u> প্রকল্পটি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হলেও প্রকল্প পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক এর কার্যক্রমের কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা না হওয়ায় বর্তমান সময়ের শিশুরা এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৭.৩ <u>প্রকল্পের দুর্বল দিক :</u> প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলা ও ৬টি তথ্য উপজেলায় বিভিন্ন স্কুলে সপ্তাহে সিসিমপুরের ভিডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ক্রয়কৃত ১৩৪টি ভ্যান (৬৪টি জেলার জন্য ২টি করে এবং ৬টি উপজেলার জন্য ১টি করে), ১৩৪টি রঙিন টেলিভিশন, ১৩৪টি ডিভিডি প্লেয়ার, ১৩৪টি জেনারেটর এবং সমসংখ্যক সাউন্ড সিস্টেম) প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ হয়েছে কি-না বা এগুলো বর্তমানে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। শিশু একাডেমির ঢাকা কার্যালয় পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, তিনি নিজস্ব উদ্যোগে নিজ বাসার গ্যারেজে (মিরপুর ন্যাম ভবন-৩ এর গ্যারেজে) ভ্যানগুলো সংরক্ষণ করেছেন) অন্যান্য উপকরণগুলোও তার নিকট সংরক্ষিত আছে মর্মে জানা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সকল জিনিসপত্র শিশু একাডেমির জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে অব্যবহৃত থাকায় কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

১৭.৪ <u>প্রকল্প মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা:</u> প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডে একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, প্রকল্পটি শিশুদের মনোজাগতিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ছিল। তবে প্রকল্পটির কোন কার্যক্রম আরো ভিন্নভাবে পরিচালিত হলে আরো বেশি কার্যকর হতো কি-না বা এর কার্যক্রম শিশুদের জন্য কতটুকু কার্যকর ছিল তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যতিত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত মূল্যায়নে সেটি করাও সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের Output/outcome গুলো invisible হওয়ায় পরবর্তী সময়ে এর মূল্যায়নে যথাযথ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শিশুরা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী হওয়ায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১৮। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৮.১ সুস্থ জাতি বিনির্মাণে শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ অপরিহার্য। দেশের সকল শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সিসিমপুর প্রকল্পের কার্যক্রম বা এ ধরনের অন্যান্য কা র্যক্রম যাতে সবসময় চলমান রাখা যায় সে লক্ষ্যে শিশু একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে;

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন উপকরণগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি শিশু একাডেমি নিশ্চিত করবে এবং এ উপকরণগুলো (অনুচ্ছেদ- ১৭.৩ এ বর্ণিত) ব্যবহার করে বিভিন্ন স্কুলে সিসিমপুর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যায় কি-না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে;

১৮.৩ এ ধরনের সব প্রকল্পের Output গুলো invisible এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেসব প্রকল্প সমাপ্তির ৬ মাস পূর্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১৮.৪ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদনপূর্বক অডিট পর্যবেক্ষণ আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৮.৫ অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৪ এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ২ মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

"জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : **৬৪ টি জেলা** সদর

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০৯৯.৪৩ ১০৯৯.৪৩ (--)	--	১০৮১.০১ ১০৮১.০১ (--)	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	--	১ বছর (৩৩.৩৩%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	**কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা**	জন	১১.৪০	৩	২.৩৮	
২	সরবরাহ ও সেবা		৯৮৫.৯৬	থোক	৯৮১.৯৬	থোক
	ক) ডাকটিকিট	কেন্দ্র	৩.৪০	৬৫		
	খ) গাড়ির জ্বালানী	থোক	৩.৬০	থোক		
	গ) স্টেশনারি	কেন্দ্র	৬৭.০০	৬৫		
	ঘ) বই, পেপার ও ম্যাগাজিন	থোক	০.৫০	থোক		
	ঙ) বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা	কেন্দ্র	৩৮.৪০	৬৪		
	চ) প্রশিক্ষণ	কেন্দ্র	৬৪৯.১৬	৬৫		

	ছ) সম্মানী	কেন্দ্র	৭৮.৫৮	৬৫		
	জ) গাড়ী ভাড়া	থোক	১৪.৪০	থোক		
	ঝ) ডেকোরেশন	কেন্দ্র	৩২.০০	৬৪		
	ঞ) বিবিধ	কেন্দ্র	২৮.৮০	৬৪		
	ট) রক্ষণাবেক্ষণ	কেন্দ্র	৭০.১২	৬৫		
৩	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬২.৩৪	৪৭৩	৫৮.৯৮	৪৬৭
৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৯.৭৩	৯১৮	৩৮.৩৯	৯০৭
	মোট =		**১০৯৯.৪৩**		**১০৮১.০১**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ **পটভূমি:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭০% নারী ও শিশু। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০% নারী ও শিশুর উন্নয়ন বিষয়ক সকল কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণী বিষয়াদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। নারীর ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। স্থানীয় বাজার চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বিদ্যমান জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরে চালু মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন মনিটরিং এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **উদ্দেশ্য:**

মূলঃ ১৬-৪৫ বছরের দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে চালু মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট:

১) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরে বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;

২) বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য সুবিধাবলীর সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের সংযোগ সৃষ্টি করা;

৩) জেন্ডার বিষয়ক এবং অন্যান্য আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নারী উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

৪) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার, শিশু পালন বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

৫) প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরী এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন:

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটির উপর ৩১/০৩/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১০৯৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/১০/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ১১/১১/২০১০ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৮.২ **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি :** অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থানের বিপরীতে এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ কম পাওয়ায় প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	**প্রঃসাঃ**		মোট	টাকা	**প্রঃসাঃ**
২০১০-২০১১	৪৩৩.৯১	৪৩৩.৯১	-	১০৩.১১	১০৩.১১	১০৩.১১	-
২০১১-২০১২	৩৩১.৮৬	৩৩১.৮৬	-	৩৯৩.১৬	৩৯৩.১৬	৩৯৩.১৬	-
২০১২-২০১৩	৩৩৩.৬৬	৩৩৩.৬৬	-	৩০১.১৭	৩০১.১৭	৩০১.১৭	-
২০১৩-২০১৪	-	-	-	২৮৩.৫৬	২৮৩.৫৬	২৮৩.৫৬	-
মোটঃ	**১০৯৯.৪৩**	**১০৯৯.৪৩**	**-**	**১০৮১.০১**	**১০৮১.০১**	**১০৮১.০১**	**-**

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	হতে	পর্যন্ত
০১	জেবুন নাহার বেলা উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০৬/১২/২০১০	৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) প্রশিক্ষণ;

(খ) যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(গ) আসবাবপত্র ক্রয়;

(ঘ) সম্মানী; এবং

(ঙ) রক্ষণাবেক্ষণ।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:** বর্ণিত প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ছিল নারীদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে (মোমবাতি তৈরি, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, শোপিস তৈরি, নার্সারি, গার্মেন্টস, সেলাই/এমব্রয়ডারি, ফুড প্রসেসিং, বিউটিফিকেশন, চকলেট তৈরি, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রত্যেক জেলার বাজার চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ৫টি ট্রেড নির্ধারণপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জুন , ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শন করা হয়, তখন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই , বর্ণিত প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে:

(ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলায় সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;

(খ) সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(গ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলায় পরিদর্শনের সময় মোট ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলোচনা এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম বিবেচনা করা;

(ঘ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা; এবং

(ঙ) আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সময় নীলফামারী, ফরিদপুর, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা পরিদর্শন পরবর্তী সময়ে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

১৩। প্রকল্প মূল্যায়নের দুর্বল দিক:

(ক) প্রকল্পটি ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়িত হলেও মূল্যায়নের জন্য মাত্র ২টি জেলা পরিদর্শন করা হয়েছে;

(খ) প্রকল্পের আওতায় ৪১,৫৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও মোট ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে;

(গ) প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় মূল্যায়নের সময় প্রকল্পের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম না হওয়া; এবং

(ঘ) উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নমালা প্রণয়ন না করা।

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০৯/০৫/২০১৫ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এবং ১৭/০৫/২০১৫ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময়চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলায় প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

১৪.১ **মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ**: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কেন্দ্রস্থলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একই ধরনের কার্যক্রম বিষয়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় “জীবিকায়ন” নামক কর্মসূচির আওতায় একই ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় মে, ২০১১ থেকে। এ কেন্দ্রে দর্জি বিজ্ঞান, নকশী কাঁথা, ব্লক-বাটিক, ফুড প্রসেসিং, আচার তৈরি, বিউটিফিকেশন-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি কোর্স ৩ মাস মেয়াদী। প্রতি ট্রেডে ১০ জন করে প্রতিদিন ২ শিফটে সকালে ৩টি ট্রেডের উপর এবং বিকেলে ২টি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হত। এ কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬০০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণার্থী প্রাপ্তির জন্য প্রথমে বিভিন্ন স্থানে লিফলেট আকারে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হত। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (সার্বিক) নেতৃত্বে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্রগুলো বাছাই করা হত। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা , দুঃস্থ ও গরীবদের প্রাধান্য দেয়া হত। এ কেন্দ্রে প্রকল্প থেকে ১টি ফ্রিজ, ২টি সেলাই মেশিন, ১টি আলমিরা এবং প্রয়োজনীয় চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রতি কেন্দ্রে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রশিক্ষণের কাঁচামাল ক্রয় করা হত। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭,৫১,৯০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরিকৃত উপকরণ বাজারে বিক্রয় করে মোট ১৩,৫০,৬৮০/- লক্ষ টাকা আয় হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প শুরু থেকে এ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মোট ২,৩২,৬৮১/- টাকা পাওয়া যায় এবং এ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দেয়া হয়। পরিদর্শনের সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নিম্নবর্ণিত কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলোচনা হয়:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও ঠিকানা	যে ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন	বর্তমানে যে কাজে নিয়োজিত	যে সমস্যার কথা বলেছেন
১	লতা বেগম, ইসলামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আচার তৈরি	আচার তৈরি করে মার্কেটে বিক্রি করেন	◆ উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে সমস্যা; ◆ ট্রেনিং ভাতা অল্প;
২	রহিমা খাতুন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ব্লক-বাটিক	স্বপ্ন নকশী কর্ণারে ব্লক-বাটিকের কাজ করেন	◆ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সমস্যা;
৩	সালমা বেগম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নকশী কাঁথা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে একটি সেন্টারে নকশী কাঁথার কাজ করেন	◆ স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ দাম পাওয়া যায়না;
৪	নার্গিস আরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	দর্জি বিজ্ঞান	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নিউ মার্কেটে একটি টেইলার্সে থ্রি পিস, মেয়েদের জামা সেলাই করেন	◆ পুঁজির অভাবে নিজস্ব দোকান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না;

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও ঠিকানা	যে ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন	বর্তমানে যে কাজে নিয়োজিত	যে সমস্যার কথা বলেছেন
৫	সোমা পারভীন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	দর্জি বিজ্ঞান	বাসায় সেলাই মেশিন কিনেছেন এবং মেয়েদের জামা তৈরি করে বিক্রয় করছেন	◆ প্রশিক্ষণ শেষে কোন সেলাই মেশিন বিতরণ না করা;
৬	মেরিনা খাতুন, বড় ইন্দিরা মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিউটিফিকেশন	বিউটি পার্লারে চাকরি করেন এবং মাসে ৩০০০/- টাকা বেতন পান	◆ঋণের ব্যবস্থা না থাকায় নিজস্ব পার্লার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না;

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের কয়েকজন

প্রকল্প থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কেন্দ্রে বিতরণকৃত সেলাই মেশিন

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, সকলেই বর্তমানে আয় করছেন। তবে টাকার অভাবে নিজস্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এজন্য সকলেই সরকারের নিকট ঋণ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন।

১৪.২ **মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ**: গোপালগঞ্জ জেলায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়টি বতর্মানে শহরের সাহাপাড়া মোড়ে অবস্থিত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলায় মে, ২০১১ মাসে প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং এ জেলায় আধুনিক দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক-বাটিক, কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন এবং শো-পিচ এ ৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রত্যেক ট্রেডে প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিদর্শনের সময় জানা যায় এবং প্রকল্প মেয়াদে গোপালগঞ্জ জেলায় মোট ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের নামের তালিকা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ-এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা যুব কর্মকর্তা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টীম প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করেছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা পরবর্তীতে কি করছে তা পর্যবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে এখানে যোগাযোগ করেন।

গোপালগঞ্জে বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একই ধরনের কার্যক্রম নিয়ে চলমান “জীবিকায়ন” কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তৈরিকৃত পণ্য

গোপালগঞ্জে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের কয়েকজন

প্রকল্পের আওতায় এখানে ১টি কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া সরবরাহ ও সেবার আওতায় ডাকটিকিট; গাড়ির জ্বালানী; স্টেশনারি; বই, পেপার ও ম্যাগাজিন; বিজ্ঞাপন ও প্রকাশন; প্রশিক্ষণ; সম্মানী; গাড়ি ভাড়া; ডেকোরেশন; বিবিধ; রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ গোপালগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫,১২,৬০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরিকৃত উপকরণ বাজারে বিক্রয় করে মোট ৮,৯০০/-টাকা আয় হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও ঠিকানা	যে ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন	বর্তমানে যে কাজে নিয়োজিত	যে সমস্যার কথা বলেছেন
১	রাশমনি বিশ্বাস, গোপালগঞ্জ শহর	দর্জি বিজ্ঞান	বাসায় নিজের সেলাই মেশিনে সেলাই করেছেন এবং মাসে ৭-৮ হাজার টাকা আয় করেন	◆ মেশিনের জন্য সুপারিশ; ◆ ট্রেনিং ভাতা অল্প;
২	তামির খাতুন, গোপালগঞ্জ শহর	ব্লক-বাটিক	বর্তমানে নিজে সেলাই ও ব্লক-বাটিকের কাজ করেছেন এবং আয় করছেন	◆ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সমস্যা; ◆ ব্লক-বাটিকের ডাইসগুলো available না; ◆ কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সমস্যা;
৩	মারুফা, বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	কম্পিউটার, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint	পড়ালেখায় সুবিধা হচ্ছে। ভবিষ্যতে চাকরির জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করেছেন	◆ ১০ জনের জন্য ২টি কম্পিউটার অত্যন্ত অপ্রতুল;
৪	জোহরা, গোপালগঞ্জ শহর	বিউটিফিকেশন	একটি পার্লারে কাজ করছেন এবং মাসে ৩০০০/- টাকা আয় করছেন	◆ আলাদা কক্ষ ছিল না, একই কক্ষে অনেকগুলো ট্রেডের প্রশিক্ষণ দেয়া হত; ◆ বিউটিফিকেশনের বিশেষ চেয়ার ছিল না; ◆ বড় কোন আয়না ছিল না;
৫	ইতি হালদার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	বিউটিফিকেশন	বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় গোপালগঞ্জে চলমান “জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ” কর্মসূচির বিউটিফিকেশন ট্রেডের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন	◆ বিউটিফিকেশনের কাঁচামাল সহজেই পাওয়া যেত না।

১৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ :</u>** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন , প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৫.১ <u>প্রশিক্ষণ:</u> প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ডিপিপিতে ৬৪৯.১৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উক্ত অর্থ ব্যয়ে মহিলাদের বিভিন্ন জেলায় মোমবাতি তৈরি , মোবাইল ফোন সার্ভিসিং , শোপিস তৈরি, নার্সারি, গার্মেন্টস, সেলাই/এমব্রয়ডারি, ফুড প্রসেসিং, বিউটিফিকেশন, চকলেট তৈরি, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একই ধরনের কার্যক্রম নিয়ে চলমান "জীবিকায়ন" কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তৈরিকৃত পণ্য

১৫.২ <u>সম্মানী</u>: জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষকদের সম্মানী , প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণার্থী সিলেকশন কমিটির সম্মানী বাবদ ডিপিপিতে ৭৮.৫৮ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৭৮.৫৮ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। উক্ত অর্থ দিয়ে প্রতি কেন্দ্রের ট্রেড ভিত্তিক প্রত্যেক প্রশিক্ষকদের মাসিক ৪৫০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা , প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন ২০ টাকা এবং প্রশিক্ষণার্থী সিলেকশন কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ৫০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হত।

১৫.৩ <u>সরবরাহ ও সেবা :</u> প্রকল্পের এ খাতের আওতায় ডাকটিকিট; গাড়ির জ্বালানী ; স্টেশনারি; বই, পেপার ও ম্যাগাজিন ; বিজ্ঞাপন ও প্রকাশন; প্রশিক্ষণ; সম্মানী; গাড়ি ভাড়া; ডেকোরেশন; বিবিধ; রক্ষণাবেক্ষণ উপ-অংগ রয়েছে। কিন্তু পিসিআরে উপ-খাত অনুযায়ী খরচের হিসাব দেয়া হয়নি। তবে প্রশিক্ষকদের বেতন , প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা ও সম্মানী ইত্যাদির জন্য মোট ৯৮১.৯৬ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯৮১.৯৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৫.৪ <u>যন্ত্রপাতি:</u> কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৬২.৩৪ লক্ষ টাকায় ৪৭৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ৫৮.৯৮ লক্ষ টাকায় ৪৬৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে সেলাই মেশিন , ফ্রিজ, শোকেস, আলমিরা, বিউটিফিকেশনের চেয়ার ইত্যাদি।

১৫.৫ <u>আসবাবপত্র:</u> কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৮.৩৯ লক্ষ টাকায় ৯১৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ৫৮.৯৮ লক্ষ টাকায় ৯০৭টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
<u>মূল উদ্দেশ্য:</u> ১৬-৪৫ বছরের দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে চালু মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন।	দেশের ৬৪টি জেলা সদরে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তরে বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;	সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় কোন ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা ছিল না। তবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজে টের আওতায় কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে ঋণ দেয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি;
২) বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য সুবিধাবলীর সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের সংযোগ সৃষ্টি করা;	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে বিদ্যমান বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় অনেক পণ্যও বিক্রয় হয়েছে।
৩) জেন্ডার বিষয়ক এবং অন্যান্য আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নারী উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;	প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে জেলার বিভি ন্ন রিসোর্স পার্সনদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জেন্ডার ও অন্যান্য আইনগত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
৪) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার, শিশু পালন বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং	জেলার বিভিন্ন রিসো র্স পার্সনরা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার, শিশু পালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
৫) প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরী এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।	জেলার যেসব প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের তথ্য জেলা কার্যালয়ে আছে। প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকে কেন্দ্রে প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন।

১৭। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় নারীদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে (মোমবাতি তৈরি, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, শোপিস তৈরি, নার্সারি, গার্মেন্টস, সেলাই/এমব্রয়ডারি, ফুড প্রসেসিং, বিউটিফিকেশন, চকলেট তৈরি, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সম্পন্ন হওয়া য় প্রকল্পটির মূল্যায়ন পর্যায়ে আইএমইডি কর্তৃক কোন প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নে আইএমইডি 'র নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের দুটি পরিদর্শন প্রতিবেদন (০৮/০৮/২০১৩ ও ১৩/১২/২০১২ তারিখে জারিকৃত) এবং প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শনের সময় কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর মতামতকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

১৭.১ <u>প্রকল্পটি নারীর কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক ছিল:</u> প্রকল্পের আওতায় মোট ৪১,৫৪৭ জন (পিসিআর অনুযায়ী) সুবিধাবঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিদর্শনের সময় যে ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীর (অনুচ্ছেদ- ১৪.১ ও ১৪.২ এ বর্ণিত) সাথে আলোচনা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে বর্তমানে কোন না কোন কর্মসংস্থানে জড়িত। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক ছিল;

১৭.২ <u>প্রশিক্ষণ ভাতা অপ্রতুল ছিল:</u> বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাবদ দৈনিক ২০/- টাকা করে ভাতা পেতেন যা অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। এতে দূর -দূরান্ত থেকে আগ্রহী গরীব নারীরা প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহ পেত না। প্রশিক্ষণ ভাতা অপ্রতুলতার বিষয়টি ইতঃপূর্বে জারিকৃত আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনেও উল্লেখ ছিল;

১৭.৩ <u>প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে কোন প্রশিক্ষণ উপকরণ বিতরণ না করা</u> : বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রধানত গরীব ও অসহা য় নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কোন প্রশিক্ষণ উপকরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে; যেমন: সেলাইয়ের ক্ষেত্রে সেলাই মেশিন) বিতরণের সংস্থান ছিল না। পরিদর্শনের সময় জানা যায় ,

অনেক গরীব প্রশিক্ষণার্থী অন্যের দোকানে দর্জির কাজ করছে কিন্তু নিজের সেলাই মেশিন থাকলে তাদের আয় আরো বেশি হত বলে প্রশিক্ষণার্থীরা জানান;

১৭.৪ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ঋণ বিতরণ না করা : বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ৪১৫৪৭ জনের মধ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় কতজনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে , বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী অনেকেই বিউটি পার্লারে চাকরি করলেও তারা নিজস্ব পার্লার করতে আগ্রহী এবং এজন্য তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের দাবী জানান। উল্লেখ্য , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গরীব ও অসহায় নারীদেরকে এককালীন সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে;

১৭.৫ প্রশিক্ষণ উপকরণ সম্পর্কিত সমস্যা : বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিউটিফিকেশন , দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক-বাটিক, কম্পিউটার, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে ব্লক -বাটিকের বিভিন্ন ডাইস স্থানীয় বাজারে সচরাচর না পাওয়া ; বিউটিফিকেশনের জন্য বিভিন্ন কাঁচামাল, বড় আয়না, চুল স্ট্রেট করার মেশিন ইত্যাদি; কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর জন্য একটি করে কম্পিউটার (গোপালগঞ্জে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী ২টি কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিয়েছে); হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ক্লাসের পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্লাসের সুযোগ না থাকার বিষয়টি পরিদর্শনের সময় জানা যায়;

১৭.৬ পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা: প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপা দিত পণ্য (আচার, জামা-কাপড়, নকশী কাঁথা ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত স্থানে রাখা হত এবং আগ্রহী ক্রেতারা সেখান থেকে তা ক্রয় করতেন। স্থানীয়ভাবে বিক্রয় হওয়ায় তারা প্রত্যাশার চেয়ে কম দাম পেতেন এবং যেসব প্রশিক্ষণার্থীরা এখান থেকে নকশী কাঁথার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে নকশী কাঁথা উৎপন্ন করছে বা নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করেন তারা যথাযথ দাম পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে তারা ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় শহরে পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতা চেয়েছেন;

১৭.৭ প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ সম্পর্কিত : বর্ণিত প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ তৈরী এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু এজন্য কোন সফটওয়্যার তৈরির সংস্থান ডিপিপি'তে ছিলনা। তবে প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শন করা হয় তখন জানা যায় যে, প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা জেলা অফিসে সংরক্ষিত আছে। এর পূর্বে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যখন চট্টগ্রাম , কক্সবাজার, ফরিদপুর ও নীলফামারী জেলা পরিদর্শন করা হয়। তখন ফরিদ পুর ও নীলফামারী জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা সংরক্ষণ করা হলেও চট্টগ্রাম , কক্সবাজার জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা সংরক্ষণ না করার বিষয়টি আইএমইডি 'র প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল। কাজেই প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি;

১৭.৮ বিভিন্ন ট্রেডের মেয়াদ একই হওয়া : আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে যখন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর ও নীলফামারী জেলা পরিদর্শন করা হয় বা প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শন করা হয় তখন সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে , বর্ণিত প্রকল্পের সকল ট্রেডের (মোমবাতি তৈরি , মোবাইল ফোন সার্ভিসিং , শোপিস তৈরি , নার্সারি, গার্মেন্টস, সেলাই/এমব্রয়ডারি, ফুড প্রসেসিং , বিউটিফিকেশন, চকলেট তৈরি, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি) মেয়াদ একই হওয়া অর্থাৎ তিন মাস হওয়ার বিষয়টি যুক্তিসংগত ছিল না। ট্রেড ভেদে এর মেয়াদ বিভিন্ন হওয়া উচিত ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে;

১৭.৯ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষকের পদ শূন্য থাকা ও প্রশিক্ষণার্থী না থাকা সম্পর্কিত : আইএমইডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে চট্ট গ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর ও নীলফামারী জেলা পরিদর্শনের কয়েকটি ট্রেডে প্রশিক্ষকের পদ শূণ্য থাকার (নীলফামারী জেলায় **ঠোঙ্গা তৈরি** ট্রেডের প্রশিক্ষকের পদ শূণ্য থাকা) বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল;

১৭.১০ ডিপিপি সংস্থানের সাথে পিসিআর-এ প্রদর্শিত ব্যয়ের অসাঞ্জস্যতা: **অনুমোদিত ডিপিপি'র সরকারি আদেশে সরবরাহ ও সেবা খাত (কোড নং: ৪৮০০)-এর আওতায় বিভিন্ন উপ-খাত (** ডাকটিকিট; গাড়ির জ্বালানী; স্টেশনারি; বই, পেপার ও ম্যাগাজিন; বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা ; প্রশিক্ষণ; সম্মানী; গাড়ি ভাড়া; ডেকোরেশন, বিবিধ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) অনুযায়ী পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআরে **উপ-খাত** অনুযায়ী খরচের হিসাব প্রদান না করে শুধু সরবরাহ ও সেবা **খাতের** আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব প্রদান করা হয়েছে। ফলে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে **উপ-খাত**

ভিত্তিক ব্যয় দেয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অর্থ ছাড়ের সময় শুধু সরবরাহ ও সেবা খাতের আওতায় অর্থ ছাড় করা হয়েছে বিধায় উপ-খাত অনুযায়ী ব্যয়ের হিসাব প্রদান করা সম্ভব নয়;

১৭.১১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৪'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ০৬/০৫/২০১৫ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১০ (দশ) মাস পর; এবং

১৭.১২ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করা হয়নি: **বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআর-এর পৃষ্ঠা নং ০৭ হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির** External Audit ও Internal Audit **সম্পন্ন করা হয়নি।**

১৮। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৮.১ বর্ণিত প্রকল্পটি জুন'২০১৪ সালে সমাপ্ত হওয়ায় অনুচ্ছেদ ১৭.২ থেকে ১৭.৯ পর্যন্ত আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ প্রকল্পে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ে বাজার চাহিদা ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ কেন্দ্রিয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৩ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত/ উপ-খাত অনুযায়ী খরচের হিসাব পিসিআরে প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৪ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৮.৫ প্রকল্পটির External Audit ও Internal Audit সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

“নারী নির্যাতন প্রতিরোধে৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় শহর**

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৮২৯.৪২ ১৮২৯.৪২ --	৬১৬৬.১২ ৬১৬৬.১২ --	৫৮৩৭.৪৪ ৫৮৩৭.৪৪ --	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪	৪০০৮.০২ (২১৯.০৯%)	৪ বছর (১৩৩.৩৩%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	স্টেশনারীজ	থোক	১.৬৬	থোক	১.৬৬	থোক
০২	বিবিধ	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
০৩	স্টিয়ারিং কমিটির জন্য ব্যয়	থোক	১.১৮	থোক	১.৭২	থোক
০৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভার ব্যয়	থোক	০.৯৮	থোক		থোক
০৫	জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	একর	১৬৭০.৫১	৩.১১	১৬১৯.৯০	৩.১১
০৬	নির্মাণ ব্যয়	বঃমিটার	৪৪৮৪.৭৯	১১২৬৫.১৭	৪২০৭.১৬	১১২৬৫.১৭
	মোটঃ		৬১৬৬.১২	-	৫৮৩৭.৪৪	-

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ <u>পটভূমি:</u> মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ৫টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি নামে একটি প্রকল্প ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হওয়ার পর প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাস্তবায়িত মহিলা সহায়তা কর্মসূচির প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার লালমাটিয়ায় একটি অফিস-কাম-আশ্রয় ভবন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি ৫টি বিভাগীয় শহরে ভাড়া বাড়িতে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে চালুকৃত সহায়তা কেন্দ্রের আবাসিক ভবনে ৫০ জন অসহায়/নির্যাতিত নারী ও ১০০ জন বাচ্চাসহ মোট ১৫০ জনের থাকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। সহায়তা কেন্দ্রে থাকাকালীন মহিলাদেরকে আইনগত সহায়তাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি না থাকায় ও আবাসনের ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিটি শক্তিশালী করার জন্য স্থায়ী আবাসনসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ <u>উদ্দেশ্য:</u>

(ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৫টি বিভাগীয় শহরে চ লমান মহিলা সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৫টি অফিস-কাম-আশ্রয় ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; এবং

(খ) আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতপূর্বক তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

৮.১ <u>প্রকল্প অনুমোদন:</u> **পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর ৩০/০৫/২০০৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি মোট ১৮২৯.৪২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১২/০৭/২০০৭ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.২ <u>১ম সংশোধন:</u> জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি (২.৫০ কোটি টাকার স্থলে ১৩.৯৫ কোটি টাকা), নির্মাণের ক্ষেত্রে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল (রেট সিডিউল ২০০৬ এ পরিবর্তে ২০০৮ অনুসরণ) পরিবর্তন হওয়ায় নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি (১৫.৭২ কোটির স্থলে ৩৯.০৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখা) ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি 'র উপর ০৩/০৫/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত **প্রকল্প ব্যয় ৫৩০৬.৬০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) নির্ধারণ করে জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/১২/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়।**

৮.৩ <u>২য় সংশোধন:</u> জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, চট্টগ্রামে পরিবর্তিত ভূমি র প্রস্তাব, চট্টগ্রাম ও খুলনায় স্থাপত্য নকশা পরিবর্তন , ২০১১ সালের রেইট অনুযায়ী জমির বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ , পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল (রেট সিডিউল ২০০৮ এ পরিবর্তে ২০১১) পরিবর্তন হওয়ায় নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, সরবরাহ ও সেবা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি 'র উপর ০২/১০/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা এবং ১১/১১/২০১২ তারিখে ব্যয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত **প্রকল্প ব্যয় ৬১৬৬.১২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) নির্ধারণ করে জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।**

৯। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:</u> প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন:

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	**দায়িত্বের ধরণ**	**হতে**	**পর্যন্ত**
০১	বেগম জাকিয়া ইয়াসমীন জোয়ার্দার উপ-পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৯/০৩/২০০৮	৩০/০৮/২০০৯
০২	বেগম মনোয়ারা বেগম উপ-পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৩১/০৮/২০০৯	৩১/০৭/২০১০
০৩	জনাব এ.জেড.এম. রেজাউল আলম সহকারী পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১/০৮/২০১০	২৮/০৯/২০১১
০৪	বেগম পারভীন সুলতানা সহকারী পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৯/০৯/২০১১	৩০/০৬/২০১৪

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি*	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	১৫০.০০	১৫০.০০	--	১৫০.০০	১.০০	১.০০	--
২০০৮-২০০৯	১০০.০০	১০০.০০	--	২১০.০০	৫০.৯৩	৫০.৯৩	--
২০০৯-২০১০	২১০.০০	২১০.০০	--	৩০০.০০	০.৩৫	০.৩৫	--
২০১০-২০১১	১৬৮৯.০০	১৬৮৯.০০	--	১২৬৬.০০	১০৭৬.২১	১০৭৬.২১	--
২০১১-২০১২	২১১.০০	২১১.০০	--	৬০৪.২৫	২০০.৭৫	২০০.৭৫	--
২০১২-২০১৩	১৮৩০.০০	১৮৩০.০০	--	১৮৩০.০০	১৭৭৯.৩৯	১৭৭৯.৩৯	--
২০১৩-২০১৪	২৯০৭.০০	২৯০৭.০০	--	২৯৯৭.০০	২৭১৮.৮১	২৭১৮.৮১	--
??? =	**৭০৯৭.০০**	**৭০৯৭.০০**	**--**	**৭৩৫৭.২৫**	**৫৮৩৭.৪৪**	**৫৮৩৭.৪৪**	**--**

* বর্ণিত ছকে আরএডিপি বরাদ্দের চেয়ে অর্থ অবমু ক্তি বেশি দেখানো হয়েছে। কারণ আরএডিপি অপেক্ষা মূল এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ বেশি ছিল এবং সে মোতাবেক অর্থ ছাড় করা হয়েছে। তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ীই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১১। <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u> প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০৬/০৬/২০১৫ তারিখে খুলনা জেলায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ সময় প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২। <u>প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম :</u> খুলনা জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নির্মিত ভৌত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১২.১ <u>কার্যালয়/কেন্দ্রের অবস্থান:</u> "নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান মহিলা সহায়তা কর্মসূচি'র (নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং নির্যাতিত মহিলাদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র) খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়টি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্রস্থল থেকে আনুমানিক ১০-১২ কিঃমিঃ দূরে রেলিগেট, দৌলতপুর এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র-১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহিলা সহায়তা কর্মসূচির বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

চিত্র-২: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ভবন

১২.২ <u>প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের সংখ্যা:</u> প্রকল্পের আওতায় খুলনা গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ক্রয়কৃত ৬৬ শতক জমিতে ৩ তলা ভিতবিশিষ্ট ২ তলা প্রশাসনিক/প্রশিক্ষণ ভবন ও ৩ তলা ভিতবিশিষ্ট ২ তলা আবাসিক ভবন নামে দুটি পৃথক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জমির মূল্য বাবদ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৩২.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় অন্য ৪টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল) ভবনগুলোর ভিত ১০ তলা হলেও খুলনা জেলায় ভবন নির্মাণের স্থানে মাটির Bearing Capacity দুর্বল হওয়ায় ৩ তলা ভিতবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১২.৩ <u>কার্যালয়/কেন্দ্রের চৌহদ্দি:</u> খুলনা জেলা মহিলা সহায়তা কর্মসূচির বিভাগীয় কার্যালয়ের পূর্ব ও দক্ষিণে ঢাকা জুট ট্রেডিং-এর গোডাউন, পশ্চিমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের গোডাউন এবং পশ্চিমে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কার্যালয়টি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ০৪/০৭/২০১৪ তারিখে ব্যবহার করা শুরু হলেও পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত ভবনটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।

চিত্র- ৩: পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখা

চিত্র- ৪: আশ্রিত নির্যাতিত নারীর সাথে শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও খেলা-ধূলার কক্ষ

চিত্র- ৫: কনফারেন্স রুম

চিত্র- ৬: খুলনা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত দু’জন নারী

১২.৪ নির্মিত ভবনের ব্যবহারগত দিক বিশ্লেষণ : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশাসনিক ভবনটি মহিলা সহায়তা কর্মসূচি ’র প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনটিতে উপ -পরিচালক, সহকারী পরিচালকের কক্ষ , অন্যান্য অফিস কক্ষ , পুলিশ পরিদর্শকের কক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডাইনিং রুম, শিশুদের খেলার কক্ষ, কনফারেন্স রুম, স্টোর রুম ও অন্যান্য অনেকগুলো কক্ষ রয়েছে। পরিদর্শনের সময় ভবনটির নির্মাণ কাজ বাহ্যি কভাবে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ভবনটির অনেকগুলো কক্ষ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ভবনের কক্ষগুলোর দেয়ালের নিম্নভাগে রং খসে পড়তে দেখা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, খুলনা অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য এমনটি হয়েছে। অন্যদিকে ২৮ জন নারী ও ৫৬ জন শিশু থাকার সুযোগ নিয়ে নির্মিত ২ তলা আবাসিক ভবনটিতে পরিদর্শনের দিন ১০ জন নারী ও ১০ জন শিশুকে বাস করতে দেখা যায়। পরিদর্শনের সময় আশ্রিত নারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে , তারা স্বামী/পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে এবং কোর্টে কেস চলমান থাকা য়/ কেন্দ্রে অভিযোগ করায় নিরাপত্তাহীনতার কারণে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আবাসিক ভবনটির নির্মাণ কাজও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে প্রশাসনিক ভবনের মত এখানেও কক্ষগুলোর দেয়ালের নিম্নভাগে রং খসে পড়তে দেখা যায়। ভবনে আশ্রিত নারীদের সকলেই কেন্দ্রে থাকার পরিবেশ নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

১৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) ৫টি জেলায় মোট ৩.১১ একর জমি অধিগ্রহণ;

(খ) খুলনা জেলা ব্যতিত বাকি ৪ জেলায় (চট্রগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল) ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা প্রশাসনিক ভবন এবং ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা। উল্লেখ্য , খুলনা জেলায় মাটির ভর বহন ক্ষমতা দুর্বল হওয়ায় ৩ তলা ভিতসহ ২ তলা প্রশাসনিক ভবন ও ৩ তলা ভিতসহ ২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

(ক) প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন, নির্মিত ভবনের ব্যবহারগত দিক পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;

(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনা; এবং

(গ) প্রকল্প পরিচালকের সাথে টেলিফোনে আলোচনা।

১৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ:</u> প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের আ ওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৫.১ <u>জমি অধিগ্রহণ:</u> প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিভাগীয় শহরে প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৩.১১ একর জমি অধিগ্রহণ করা বাবদ ১৬৭০.৫১ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৬১৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৫.২ <u>নির্মাণ</u>: প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিভাগীয় শহরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি ’র দাপ্তরিক কাজ আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক /প্রশিক্ষণ ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৫টি জেলায় মোট ১১২৬৫.১৭ বর্গমিটার ভৌত নির্মাণের জন্য ৪৪৮৪.৭৯ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৪২০৭.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। খুলনা জেলায় মাটির ভর বহন ক্ষমতা দুর্বল হওয়ায় ৩ তলা ভিতসহ ২ তলা প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

চিত্র- ৭: ভবনের ছাদে সংযোগকৃত সোলার প্যানেল

চিত্র- ৮: সাব-স্টেশনের ট্রান্সফরমার

৫.৩ <u>খুলনা জেলায় ভবন নির্মাণের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য</u> : প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় ম্যাট ফাউন্ডেশনের উপর ৩ তলা ভিতবিশিষ্ট ২ তলা প্রশাসনিক ভবন ও ৩ তলা ভিতবিশিষ্ট ২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ৯৪৪.৮৮ লক্ষ টাকার দাপ্তরিক প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। এ লক্ষ্যে দৈনিক খবর পত্রিকায় ০৪/০৫/২০১২ তারিখে এবং দৈনিক ইনকিলাব ও দি নিউ এজ পত্রিকায় ০৫/০৫/২০১২ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া স্থানীয় দৈনিক জন্মভূমি ও দৈনিক অনির্বাণ পত্রিকায় যথাক্রমে ০৪/০৫/২০১২ তারিখে ও ০৫/০৫/২০১২ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ১৩/০৬/২০১২ তারিখ পর্যন্ত। দরপত্র জমাদনের শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩টি দরপত্র জমা পড়ে এবং দরপত্র ৩টিই রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২৪/০৭/২০১২ তারিখে সভা আহবান করে সুপারিশসহ কার্যবিবরণী প্রেরণ করলে গণপূর্ত বিভাগের খুলনা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ১৭/০৯/২০১২ তারিখে দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদার মেসার্স এস, এন, বিল্ডার্সকে ১৮/০৯/২০১২ তারিখে নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের সাথে ৯৪১.৮১ লক্ষ টাকায় ০৩/১০/২০১২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০৩/১০/২০১২ তারিখে কাজ শুরু করা হয় এবং কাজ সমাপ্ত করা হয় ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে। ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ৯৩৬.৭৪ লক্ষ টাকা।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৫টি বিভাগীয় শহরে চলমান মহিলা সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৫টি অফিস-কাম-আশ্রয় ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; এবং	নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৫টি বিভাগীয় শহরে ৫টি অফিস -কাম-আশ্রয় ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(খ) আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতপূর্বক তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ।	প্রকল্পের আওতায় আবাসিক ভবন নির্মিত হওয়ায় আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত হয়েছে। নির্যাতিত নারীদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে থাকাকালীন সময়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাওয়া -দাওয়া ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: **প্রযোজ্য নয়।**

১৮। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় সম্পর্কিত:

১৮.১ অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়স্থল : নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান মহিলা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৫টি বিভাগীয় শহরে ২ তলা প্রশাসনিক ভবন এবং ২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের ফলে উন্নত পরিবেশে প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্নের পাশাপাশি আশ্রিত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের ফলে নির্যাতিত নারীরা উন্নত পরিবেশে থাকতে পারছে। উল্লেখ্য, নির্যাতিত নারীরা (কোর্টে কেস থাকলে নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে কেসের কপিসহ ও জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি কর্তৃক সুপারিশকৃত নারী ; নির্যাতিত হয়ে কেন্দ্রে সরাসরি অভিযোগ নিয়ে আসা নারী; স্বামী মারা যাওয়ার পর অন্যদের দ্বারা হেনস্থা হওয়ার আশংকায় থাকা নারী ইত্যাদি) আবাসিক ভবনে আশ্রয় নিতে পারে। অর্থাৎ প্রকল্পটির কার্যক্রম ছিল নির্যাতিত নারীদেরকে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নারীরা এর সুফল পাচ্ছে।

চিত্র- ৯: দেয়াল থেকে রং খসে পড়ছে

চিত্র- ১০: আশ্রয় কেন্দ্রের একটি দরজার কাঠ ফাঁকা গেছে

১৮.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১২'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ১২/০১/২০১৫ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ২ (দুই) বছর পর। যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।

<u>খুলনা জেলায় নির্মিত ভবন/কার্যক্রম সম্পর্কিত:</u>

১৮.৩ <u>ভবন হস্তান্তর সম্পন্ন না হওয়া</u> : প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন '২০১৪ এ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন দুটি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ০৪/০৭/২০১৪ তারিখ হতে ব্যবহার করা শুরু হলেও পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত ভবনটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। তবে পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান , শীঘ্রই ভবন দুটির হস্তান্তর সম্পন্ন করা হবে।

১৮.৪ <u>খুলনা জেলায় নির্মিত ভবনগুলোর ব্যবহারগত দিক সম্পর্কিত</u> : প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় নির্মিত ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা প্রশাসনিক/প্রশিক্ষণ ভবনটি মহিলা সহায়তা কর্মসূচি 'র প্রশাসনিক কাজে ও আশ্রিত নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ভবনটির বেশ কয়েকটি রুম (কিচেন, ডাইনিং রুম, কনফারেন্স রুম এবং সংশ্লিষ্ট ৩টি বাথরুম ও বেসিন, আরো কয়েকটি অফিস কক্ষ) অব্যবহৃত অবস্থা য় তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অব্যবহৃত অবস্থায় তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলে কক্ষগুলো ড্যাম্প হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান। উল্লেখ্য , আবাসিক ভবনের সাথে প্রশাসনিক ভবনের কোন লিংক করিডোর না থাকায় নিরাপত্তা /প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত কারণে আবাসিক ভবনে আশ্রিত নারীরা খাওয়ার জন্য প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত ডাইনিং রুমে আসেনা। ফলে এর কিচেনটিও ব্যবহৃত হয়না। আবাসিক ভবনের চিলেকোঠায় অস্থায়ীভাবে একটি কিচেন নির্মাণ করে সেখানে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২৮ জন নারী ও ৫৬ জন শিশু থাকার সংস্থান নিয়ে নি র্মিত ২ তলা আবাসিক ভবনটিতে পরিদর্শনের দিন ১০ জন নারী ও ১০ জন শিশুকে বাস করতে দেখা যায়। অর্থাৎ এ ভবনটিও পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছে না।

১৮.৫ <u>খুলনা জেলায় নির্মিত ভবনের কয়েকটি ফিনিসিং কাজ সম্পর্কিত</u> : প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় নির্মিত প্রশাসনিক/প্রশিক্ষণ ভবন ও আবা সিক ভবনের নির্মাণ কাজ সার্বিকভাবে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে ফিনিসিং কাজের নিম্নলিখিত কয়েকটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে:

(ক) ভবন দুটির অনেক কক্ষের দেয়ালের নিম্নভাগের রং খসে পড়তে দেখা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান , খুলনা অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য এমনটি হয়েছে;

(খ) প্রশাসনিক/প্রশিক্ষণ ভবনের করিডোরে বৃষ্টির পানি প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা থাকলেও তা নিষ্কাশনের জন্য ফ্লোরে কোন ছিদ্র না থাকা;

(গ) কনফারেন্স রুমে স্থাপনকৃত ফলস সিলিং ও সিলিং ফ্যানের মধ্যে মাত্র ২/১ ইঞ্চির ফাঁক থাকায় ফ্যান চলার সময় রুমে কোন বাতা স অনুভূত হয়না। ফলে এখানে সভা , সেমিনার আয়োজন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান; এবং

(ঘ) কয়েকটি দরজায় ফাঁক পরিলক্ষিত হওয়া।

এছাড়া অন্যান্য জেলায় নির্মিত ভবনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে , বরিশাল জেলায়ও ফিনিসিং কাজে সামান্য কিছু ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় কাজের মান চমৎকার হয়েছে বলে তিনি জানান।

১৮.৬ <u>খুলনা জেলা কার্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা</u> : প্রকল্পের আওতায় ৫টি বিভাগীয় শহরে ২টি ভবন নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ২টি ভবনই নির্মাণ স ম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কার্যালয়গুলোতে ফার্নিচার বা যন্ত্রপাতি সরবরাহের কোন সংস্থান ছিল না। তবে পরিদর্শনের সময় কার্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে:

- কেন্দ্রের কর্মচারী কাউন্সেলিং -এর মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোন প্রশিক্ষণ নেই;
- কনফারেন্স রুমে কোন আসবাবপত্র না থাকায় এটি ব্যবহারের উপযোগী নয়;
- কার্যালয়ে কোন ফটোকপি মেশিন না থাকায় এক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়;
- যানবাহন না থাকায় বা এ খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ থাকায় নিবাসীদেরকে কোর্টে আনা-নেয়া করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়;

- কার্যালয়ে ফ্যাক্স মেশিন ও ইন্টারনেট মডেমটি সচল নয়;
- কম্পিউটারের স্বল্পতা রয়েছে;
- ডীপ ফ্রিজ না থাকায় খাদ্য সংরক্ষণে সমস্যা হয়; এবং
- বাচ্চাদের জন্য আরো বেশি পরিমাণে খেলার সামগ্রীর প্রয়োজন রয়েছে।

১৯। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৯.১ নির্যাতিত মহিলাদেরকে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রশংসনীয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলো যাতে নির্যাতিত নারীদের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হয় এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১৯.২ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৯.৩ অতি শীঘ্রই ভবন দুটির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ড্রইং , ডিজাইন অনুসারে ভবন দুটির হস্তান্তর গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.৪ ভবনের কক্ষগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় না রেখে নিয়মিত খুলে রাখতে হবে এবং এগুলো যাতে ব্যবহৃত হয় সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আবাসিক ভবনটিতে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীকে আশ্রয় প্রদান করার নিমিত্ত এখানে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে;

১৯.৫ খুলনা জেলায় ভবন হস্তান্তরের পূর্বে অনুচ্ছেদ -১৮.৫ এ বর্ণিত ফিনিসিং কাজের ত্রুটিগুলো মেরামত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের মতে বরিশাল জেলায় ফিনিসিং কাজের যেসব ত্রুটি রয়েছে তা সংশোধনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এগুলো গণপূর্ত অধিদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে;

১৯.৬ অনুচ্ছেদ ১৮.৬ এ বর্ণিত সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে বিধি মোতাবেক এগুলো সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে;

১৯.৭ পিসিআর-এ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত Audit প্রতিবেদনের ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৯.৮ অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে ১৯.৬ এর সুপারিশের আলোকে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করবে।

"Formulation of National Action Plan (NAP) for implementation of National Women Development Policy 2011 (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ আগস্ট, ২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩৬.৮৮ -- (৩৬.৮৮)*	৩৭.৭০ -- (৩৭.৭০)*	৩৬.৭৭ -- (৩৬.৭৭)*	নভেম্বর, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১২	নভেম্বর, ২০১১ হতে আগস্ট, ২০১৩	নভেম্বর, ২০১১ হতে আগস্ট, ২০১৩	--	১৮ মাস (৪৫০%)

* UN-WOMEN

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১	পরামর্শক	জন	১৪.২০	৪	১৪.২০	৪
০২	ওয়ার্কশপ (ন্যাশনাল কনসালটেশন)	সংখ্যা	৩.৬৪	১	৩.৬৪	১
০৩	ওয়ার্কশপ (ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং)	সংখ্যা	৪.৭৫	৪	৪.৭০	৪
০৪	ওয়ার্কশপ (জিআরবি-এর আওতায় ২০টি মন্ত্রণালয় এবং মশিবিম-এর ১০ জন প্রতিনিধির সংগে ডিসেমিনেশন/ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ)	সংখ্যা	২.১২	১	২.১২	১

ক্র: নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৫	ওয়ার্কশপ (সিভিল সোসাইটির সংগে শেয়ারিং ওয়ার্কশপ)	সংখ্যা	২.১৪	১	২.১৩	১
০৬	ওয়ার্কশপ (প্রেস কনফারেন্স)	সংখ্যা	০.৬৪	১	০.৬৬	১
০৭	মুদ্রণ (অনুবাদ, ডিজাইন ও মুদ্রণ)	থোক	৭.৩৫	থোক	৭.৩৫	১৭৫০ কপি
০৮	মুদ্রণ (NAP মুদ্রণের ইংরেজি সংস্করণ)	সংখ্যা	০.৯৮	৪০০	০.৯৮	২৫০
০৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১.৮৮	থোক	০.৯৯	থোক
	মোট =		**৩৭.৭০**	**-**	**৩৬.৭৭**	**-**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:**প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ পটভূমি: বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগই হচ্ছে নারী এবং এদের অধিকাংশই পিছিয়ে পড়া। কাজেই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে- জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ। ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন হলেও সমাজের বিভিন্ন অংশের মতপার্থক্যের কারণে এ বিষয়ে সমন্বিত কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে নারীদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সরকার ২০১১ সালে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" প্রণয়ন করে এবং এ নীতির আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে UN-WOMEN এর আর্থিক অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর আলোকে নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (ন্যাপ) প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

(ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় , এনজিও/সিভিল সো সাইটি প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া National Action Plan (NAP) প্রণয়ন করা;

(খ) মাঠ পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া NAP প্রস্তুত করা; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/সুবিধাভোগীদের সাথে NAP এর বিষয়টি Disseminate করা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক NAP প্রিন্ট করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

৮.১ প্রকল্প অনুমোদন: UN-WOMEN-**এর আর্থিক সহায়তায় মোট** ৩৬.৮৮ **লক্ষ টাকা (পুরোটাই প্রকল্প সাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১১ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ২৮/১১/২০১১ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।**

৮.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ও আন্তঃখাত সমন্বয়: মূল অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল নভেম্বর ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪ মাস। UN-WOMEN-এর নির্ধারিত **পদ্ধতি অনুযায়ী পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয় প্র** কল্প শুরুর ২ মাস ২৮ দিন পর। ফলে পরামর্শকগণের নির্ধারিত কাজসমূহ সম্পন্ন করে ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মশালা আয়োজন ও অন্যান্য আনুষংগিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ৯ মাস বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া একই অংগে National Consultation এর বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং-এর বরাদ্দ হ্রাসপূর্বক ২৫/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে আন্তঃখাত সমন্বয় করে ০৪/০৯/২০১২ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৩ ১মবার সংশোধন: প্রকল্পের আওতায় প্রণীত খসড়া National Action Plan টি নারী উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত বিভিন্ন এনজিও , মানবাধিকার সংস্থা ও সিভিল সোসাইটি কর্তৃক যাচাই -বাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজ ন হওয়ায় ২১/১১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে UN-WOMEN সম্মতি জ্ঞাপন করায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৩ তারিখে ব্য য় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৩/২০১৩ তারিখে ১ম সংশোধিত টিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৮.৪ ২য়বার সংশোধন: প্রকল্পের আওতায় প্রণীত খসড়া National Action Plan টি জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় উপস্থাপন করা হলে প্ল্যানটিতে বানান ভুল, তথ্যগত ভুল ও ভাষাগত অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের আওতায় একজন নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ করে প্ল্যানটি পুনরায় পর্যালোচনার জন্য সভায় সুপারিশ করা হয় এবং বিভিন্ন খাতে (ওয়ার্কশপ, পরামর্শক, প্রিন্টিং ও অন্যান্য) ব্যয় সমন্বয় করে টিপিপি সংশোধনের অনুরোধ করা হয়। সে আলোকে প্রকল্পে একজন সিনিয়র এডভাইজারের সংস্থান রেখে অন্যান্য খাতে ব্যয় সমন্বয় করে ২য় সংশোধিত টিপিপি ৩৭.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১১ হতে আগষ্ট ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ক র্তৃক ০৫/০৮/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন:

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	হতে	পর্যন্ত
০১	জনাব রিয়াজ আহমেদ, যুগ্ম-সচিব	২৮/১১/২০১১	১৯/১২/২০১১
০২	জনাব বিকাশ কিশোর দাস, যুগ্ম-সচিব	১৯/১২/২০১১	৩১/০৮/২০১৩

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি*	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৩৭.০০	--	৩৭.০০	--	১২.৩৩	--	১২.৩৩
২০১২-২০১৩	২৫.০০	--	২৫.০০	--	১৯.৪৪	--	১৯.৪৪
২০১৩-২০১৪	৫.০০	--	৫.০০	--	৫.০০	--	৫.০০
????	৬৭.০০	--	৬৭.০০	--	৩৬.৭৭	--	৩৬.৭৭

* পুরোটাই প্রকল্প সাহায্য (DPA) বিধায় কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি।

১১। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ২৯/০৪/২০১৫ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব বিকাশ কিশোর দাস) কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের Outcome নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা হয়।

১২। প্রকল্পের মুল কার্যক্রম:

(ক) পরামর্শক সেবা ক্রয়;

(খ) সভা/সেমিনার; এবং

(গ) মুদ্রণ।

১৩। প্রকল্প মুল্যায়ন পদ্ধতি:

(ক) প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা;

(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনা; এবং

(গ) প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা” পর্যালোচনা।

১৪। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৪.১ পরামর্শক: প্রকল্পের আওতায় UN-WOMEN এর অর্থায়নে তাদের অনুসৃত পদ্ধতিতে ৪ জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এ ৪ জন ব্যক্তি পরামর্শকের মধ্যে মিস তাহেরা ইয়াসমিন, প্রধান পরামর্শক, জনাব মো: শহীদুল্লাহ কাওসার ও মিস ফাতেমা সুলতানা শোভা, সহযোগী পরামর্শক এবং ড: সৌমিত্র শেখর সিনিয়র এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের মধ্যে প্রধান পরামর্শক ৪ মাস, সহযোগী পরামর্শকদ্বয় প্রত্যেকেই ৪ মাস এবং সিনিয়র এডভাইজার ৩ মাস কর্মরত ছিলেন। এ বাবদ অনুমোদিত টিপিপি 'তে সংস্থানকৃত ১৪.২০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। প্রধা ন পরামর্শক “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১” এবং নারী সংক্রান্ত সরকারের ভিশন ও মিশন পর্যালোচনাপূর্বক নারী উন্নয়নে খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। সহযোগী পরামর্শকদ্বয় খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধান পরামর্শককে সহযোগীতা করেছেন। বিভিন্ন কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপা রিশ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য প্রধান পরামর্শকের সাথে আলোচনা করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করে স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করাই ছিল সিনিয়র এডভাইজারের মূল কাজ।

১৪.২ ওয়ার্কশপ: অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যা য়ে ১টি ওয়ার্কশপ, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যানকে প্রধান সমন্বয়ক করে গঠিত ১৯ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপ -এর ৪টি কর্মশালা, Gender Responsive Budgeting (GRB)-এর আওতায় ২০টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১টি কর্মশালা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের সাথে ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১টি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বাবদ অনুমোদিত টিপিপি'তে সংস্থানকৃত ১৩.২৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৩.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৪.৩ মুদ্রণ: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাংলা ভার্সনের ১৭৫০ কপি এবং ইংরেজি ভার্সনের ২৫০ কপি মুদ্রণের জন্য ৭.৩৫ লক্ষ টাকা টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৭.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৫। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য:

১৫.১ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ : "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ;
- সরকারি সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বর্তমান কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে সুষ্ঠু সমন্বয়ের কর্মসূচি প্রদান;
- নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের স্বপক্ষে প্রণীত দেশীয় আইন, নীতি, আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহের বাস্তবায়ন; এবং
- সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে

১৫.২ ধারণাগত কাঠামো : জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি আগামী ৯ বছরে নারী উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কা র্যক্রমের মধ্যে ধারাবাহিকতা, সমন্বয় ও গতিশীলতা নিয়ে আসবে। বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে এই কর্মপরিকল্পনা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে থাকবে। কেননা জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি দেশের নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে র সংবিধানের আলোকে নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্তে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
<u>মূল উদ্দেশ্য:</u> "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর আলোকে নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (ন্যাপ) প্রণয়ন করা।	**"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর আলোকে নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (ন্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে।**
<u>সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:</u> (ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও/সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া National Action Plan (NAP) প্রণয়ন করা;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও/সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মূল NAP প্রণয়নের পূর্বে খসড়া ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (ন্যাপ) তৈরি করা হয়েছিল;
(খ) মাঠ পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক খসড়া NAP প্রস্তুত করা; এবং	মাঠ পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পর্যালোচনাপূর্বক মূল NAP প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া NAP প্রস্তুত করা হয়েছিল; এবং
(গ) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/সুবিধাভোগীদের মাঝে NAP এর বিষয়টি Disseminate করা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক NAP প্রিন্ট করা।	কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/ সুবিধাভোগীদের মাঝে NAP-এর বিষয়টি Disseminate করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক NAP প্রিন্ট করা হয়েছে।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: **প্রযোজ্য নয়।**

১৮। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ <u>নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন :</u> নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত সেজন্য বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় "জাতীয় নারী নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে ৭০০টি কার্যক্রমের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে ৪০০টি কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদী, ১৫০টি কার্যক্রম মধ্যমেয়াদী এবং ১৫০টি কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী। কর্মপরিকল্পনায় কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কি হবে সেটিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি সরকারের রূপকল্প ২০২১'কে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে নারী সমাজের সত্যিকারের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়; এবং

১৮.২ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ:</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি আগস্ট, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৫/০১/২০১৫ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৫ মাস পর। যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।

১৯। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৯.১ কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় যাতে তাদের নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং স্বল্পমেয়াদী , মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী যেসব কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে সেটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে;

১৯.২ সমাপ্ত প্রকল্পটির External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিট পর্যবেক্ষণ আই এম ই বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৯.৩ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মূল্যায়নের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।